দীনেশচন্দ্র সেন

জিজ্ঞাসা ॥ কলিকাতা

উৎসর্গ

বঙ্গের উজ্জ্বল-রত্ন,

দেশহিতে অক্লান্তকর্ম্মা

সুধীকুলাগ্রগণ্য

মাননীয় বিচারপতি

শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

এম, এ, ডি, এল, মহোদয়ের

শ্রীকরকমলে

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি

অশেষ ভক্তির নিদর্শনস্বরূপ

প্রদত্ত হইল।

গ্রন্থকার

ভূমিকা

দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহ-ত্যাগের উপাখ্যান সকলেই অবগত আছেন, সেই উপাখ্যানটি গল্পচ্ছলে এই পুস্তকে লিখিত হইয়াছে। "বেহুলা" ও "ফুল্লরা" লিখিতে যাইয়া প্রাচীন সাহিত্যের যেরূপ অজস্র উপকরণ দ্বারা আমি সহায়বান্ হইয়াছিলাম, দাক্ষায়ণী সতীর বৃত্তান্ত লিখিতে আমি তদ্রূপ সাহায্য অতি সামান্যই পাইয়াছি। মাধবাচার্য্য, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র ও জয়নারায়ণ প্রভৃতি বহুসংখ্যক প্রাচীন বঙ্গীয় কবি এ সম্বন্ধে যে কিছু বিবরণ দিয়াছেন তাহা অতি সামান্য, আমি তাহা হইতে আহরণ করিবার উপযোগী উপকরণ অতি অল্পই পাইয়াছি। ভারতচন্দ্রের বর্ণিত শিবের ক্রোধ ও দক্ষযজ্ঞ-নাশ—ছন্দের ঐশ্বর্য্য ও ভাষাসম্পদে উক্ত কবির অমরকীর্ত্তিস্বরূপ প্রাচীন কাব্যসাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। কিন্তু ভুজঙ্গপ্রয়াতছন্দ ভাঙিয়া কথাগুলি গদ্যে পরিণত করিলে কবির অপূর্ব্ব শব্দমন্ত্রের মোহিনী শক্তি নষ্ট হয়, সুতরাং অন্নদামঙ্গল হইতে আমি উপকরণ সংগ্রহের তাদৃশ সুবিধা প্রাপ্ত হই নাই। অপরাপর বঙ্গীয় কবিগণকৃত এই বিষয়ের বর্ণনা অতি সংক্ষিপ্ত, এমন কি উল্লেখযোগ্যই নহে। শ্রীমদ্‌ভাগবতে দক্ষযজ্ঞের বর্ণনা কতকটা সবিস্তর, আমি তাহাই কথঞ্চিৎ অবলম্বনপূর্ব্বক এই গল্পটি লিখিয়াছি।

এই উপাখ্যানসংক্রান্ত একটি কৈফিয়ৎ আমাকে দিতে হইবে। এ দেশের লোকের প্রচলিত বিশ্বাস যে, মহাদেব যখন সতীকে দক্ষালয়ে যাইতে নিষেধ করিয়া ছিলেন, তখন সতী দশমহাবিদ্যার বিচিত্ররূপ ধারণপূর্ব্বক স্বামীকে ভয় দেখাইয়াছিলেন। আমি এই অংশ উপাখ্যান-

ভাগ হইতে বর্জ্জন করিয়াছি। সংস্কৃত পুরাণ ও তন্ত্র আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, একমাত্র মহাভাগবতপুরাণে দশমহাবিদ্যার আবির্ভাব সম্বন্ধে উক্তপ্রকার আখ্যায়িকা পরিদৃষ্ট হয়, অন্য কোন প্রাচীন গ্রন্থে তাহা নাই। কুব্জিকাতন্ত্র, স্বতন্ত্র তন্ত্র, নারদপঞ্চরাত্র প্রভৃতি বহুসংখ্যক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে দশমহাবিদ্যার আবির্ভাবের কারণ ভিন্নরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থের অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয় বিশেষ বিশেষ অসুর নিধনকালে কিংবা অপর কোন প্রকার ঘটনায় পড়িয়া দেবী দশমহা-বিদ্যার ভিন্ন ভিন্ন নাম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন— দক্ষালয়ে যাওয়ার উপলক্ষে তাঁহার দশমূর্ত্তির কল্পনা একমাত্র পূর্ব্বকথিত মহাভাগবত-পুরাণেই দৃষ্ট হয়; দক্ষযজ্ঞের সম্বন্ধে শিবপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবতের আখ্যায়িকাই বিশেষরূপ উল্লেখযোগ্য, তাহাতে দশমহাবিদ্যার কল্পনা নাই। শুদ্ধ মহাভাগবত-পুরাণের উপর নির্ভর করিয়া ভারতচন্দ্র প্রভৃতি প্রাচীন বঙ্গীয় কবিগণ দশমহাবিদ্যার বৃত্তান্ত সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন এবং তজ্জন্যই এ দেশে সেই ধারণাটি বদ্ধমূল হইয়াছে।

আশা করা যায়, একমাত্র সংস্কৃত পুরাণের নজির গ্রহণ না করার অপরাধে গল্পলেখককে বিশেষরূপে দোষী সাব্যস্ত করা হইবে না। কবিবর হেমচন্দ্র তাঁহার দশমহাবিদ্যানামক কাব্যে দশমহাবিদ্যার আবির্ভাব সতীর দেহত্যাগের পরবর্ত্তী বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে তাঁহার কল্পনায় সৃষ্টি। আমি সতীর চিত্র যে ভাবে চিত্রণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছি, তাহাতে দশমহাবিদ্যার সঙ্গতি রক্ষা করা আমার পক্ষে কঠিন হইত, এজন্যই আমি উহা বর্জ্জন করিয়াছি এবং এ সম্বন্ধে প্রায় সমস্ত সংস্কৃত গ্রন্থোক্ত বিবরণ যখন আমার অনুকূলে, তখন আমি লিখিতে যাইয়া স্বয়ং কোনরূপ দ্বিধা বোধ করি নাই।

ভূমিকা

প্রাচীনকালে স্বামীর প্রেম ও রমণীর পাতিব্রত্যের যে আদর্শ বঙ্গীয়-সমাজের সম্মুখে ছিল, এই গল্পে যদি তাহার আভাস দিতে সমর্থ হইয়া থাকি, তবেই শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। আমাদের সর্ব্ববিষয়ে প্রাচীন আদর্শ কি ছিল, তৎসঙ্গে শিক্ষিতসম্প্রদায়ের পরিচয় স্থাপন করা উচিত—তাহা হইলেই আমরা বর্ত্তমানের উপযোগী সমাজ গঠনের সুদৃঢ় ভিত্তিভূমি পাইব, নতুবা পাদ্রীর বক্তৃতা শুনিয়া কাফ্রি বা সাঁওতালের ন্যায় একবারে নিজস্ব হারাইয়া—নব্য-সভ্যতার গ্রাসে পতিত হওয়া শ্লাঘার বিষয় নহে। সেই পরিচয়স্থাপনের চেষ্টা কি সাহিত্য, কি সমাজ, কি শিল্প, সকল দিক দিয়াই প্রত্যেক স্বদেশভক্তের প্রযত্নের বিষয় হওয়া উচিত। সাহিত্যক্ষেত্রে এই লক্ষ্যই আমার সামান্য লেখনীকে প্রেরণা দান করিয়াছে।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

সতী

১

ভৃগু-প্রজাপতির গৃহে মহাযজ্ঞ—অঙ্গিরা, মরীচি প্রভৃতি দেবর্ষিগণ মন্ত্রপাঠ করিতেছেন। রাত্রিকালে চন্দ্র ও দিবসে সূর্য্য পর্য্যায়-ক্রমে দ্বারদর্শীর পদ গ্রহণ করিয়াছেন। দেবসভায় বিষ্ণু মাল্য-চন্দন পাইয়া যজ্ঞের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, এবং দেবরাজ ইন্দ্র কর্ম্মকর্ত্তৃরূপে অভ্যাগতদিগকে আদরে আপ্যায়িত করিতেছেন। স্বয়ং ব্রহ্মা সপ্তর্ষি-মণ্ডল ও বৃহস্পতির সঙ্গে শাস্ত্র-বিচার জুড়িয়া দিয়াছেন; ঊনকোটি তাহার হস্তে আলো রক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। তাঁহারা বিশেষ করিয়া রন্ধনশালা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, বরুণ ভৃঙ্গারহস্তে নবাগত দেবগণের পদ-প্রক্ষালন করিতেছেন। কপিলাগাভী অজস্রধারায় দুগ্ধ প্রদান করিতেছে এবং বিষ্ণুদূতগণ সেই দুগ্ধ হইতে সদ্যঃ হব্য প্রস্তুত করিতেছে। সেই হব্যে পুষ্ট হইয়া হোমাগ্নি জ্বলিতেছে।

যমরাজের সঙ্গে অশ্বিনী-কুমারদ্বয় আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে তর্ক উত্থাপন করিয়াছেন। যমরাজ মাণিক্য-মণ্ডিত একটা নস্যাধার হইতে নস্য গ্রহণ করিয়া অনেক কথা শুনিয়া দুই একটি উত্তর দিতেছেন। তাঁহার রথবাহক স্বর্ণ-শৃঙ্গ কৃষ্ণকায় মহিষপ্রবর ব্রহ্মার অঙ্গের রক্তজ্যোতিঃ দেখিয়া ক্রোধে রোমাঞ্চিত হইতেছে। শূলপাণি সভার একটু দূরে ঊর্দ্ধনেত্র হইয়া বসিয়া আছেন—যেন প্রশান্ত রজতগিরি। সেই শ্বেতকান্তি সৌম্যমূর্ত্তি বেষ্টন করিয়া যে রক্তচক্ষু সর্পরাজ চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিল, সহসা সে বিষ্ণুরথবাহী গরুড়কে দেখিয়া ভয়ে মহাদেবের সিদ্ধির থলিয়ার ভিতর মাথাটা গুঁজিয়া দিতেছে। মহাদেবের পার্শ্বে বৃষভবর অর্দ্ধনিমীলিত-চক্ষে স্বীয় প্রভুকে দর্শন করিতেছে। বৃষের মূর্ত্তি কতকটা শিবের ন্যায়ই শান্ত।

রন্ধনশালায় মূর্ত্তিমতী শ্রী। শত শত অন্নমেরু ; ঘৃত, মধু, দুগ্ধ, দধির সরোবর। "ভুজ্যতাং দীয়তাং" শব্দ আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। যজ্ঞশালা স্রুক্, স্রুব, দণ্ডাদির সংঘট্ট-শব্দ এবং অগ্নিহোত্রী ও ঋত্বীক্‌গণের মন্ত্রপাঠে মুখরিত। সমিধ্ ও কুশ শকটে শকটে আহৃত হইতেছে। অষ্টবসু বস্ত্র ও ধন দান করিয়া তিলমাত্র অবসর পাইতেছেন না।

দেব-যজ্ঞ এই ভাবে নির্ব্বাহিত হইতেছে। এমন সময়ে ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র দক্ষ প্রজাপতি সেই সভাগৃহে উপস্থিত হইলেন।

দক্ষ দাম্ভিক-প্রকৃতি, উন্নত-তেজপুঞ্জ বপুঃ। ব্রহ্মার আদরে তিনি জগৎকে নগণ্য মনে করেন। দেবগণের অতিমাত্র বশ্যতা ও নম্র ব্যবহারে তাঁহার দাম্ভিকতা বিশেষরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। তিনি গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র দৌহিত্র সূর্য্য ও ইন্দ্র, এবং জামাতা ধর্ম্ম, অগ্নি, চন্দ্র প্রভৃতি দেববৃন্দ তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন ; সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দক্ষ সমাগত দেববৃন্দকে সহাস্যবদনে শিরো সঞ্চালনপূর্ব্বক কথঞ্চিৎ প্রীতিপ্রফুল্লনেত্রে অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি ইঙ্গিতে দেবগণকে বসিতে অনুমতি প্রদান করিলে তাঁহারা কৃতার্থ হইয়া উপবেশন করিলেন। তিনজন তাঁহাকে দেখিয়া উত্থান করেন নাই। ব্রহ্মা—দক্ষের পিতা, বিষ্ণু—পিতৃসখা, ইঁহারা দক্ষের নমস্য। কিন্তু শিব দক্ষদুহিতা সতীকে বিবাহ করিয়াছেন। তিনি জামাতা, তিনি শ্বশুরকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়ান নাই, বা প্রণাম করেন নাই। জামাতার এই ব্যবহারে দক্ষের মুখমণ্ডল রোষ-দীপ্ত হইল, তাঁহার ললাট হইতে স্ফুলিঙ্গের ন্যায় জ্বালা নিঃসৃত হইতে লাগিল। তিনি বিরূপাক্ষের দিকে সঘৃণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "শিব, তোমার এত বড় আস্পর্দ্ধা! আমার কন্যাকে বিবাহ করিয়া তুমি দেবসমাজে স্থান পাইয়াছ; নতুবা তুমি যে প্রকৃতির

লোক, তোমায় দেবতাসমাজে অপাংক্তেয় হইয়া থাকিতে হইতে। তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ, তাহা কেহ জানে না, তোমার গোত্র ও কুলের পরিচয় নাই। তোমার আচার ব্যবহার জঘন্য, তুমি শ্মশানে থাক, ঘৃণিত ভিক্ষাবৃত্তি তোমার ব্যবসায়, একটা ষাঁড়ের উপরে চাপিয়া তুমি সাপ লইয়া খেলাও। কোন্ পার্ব্বত্য সাপুড়ে দেশ হইতে তুমি আসিয়াছ, তাহা জানি না। বসন-ভূষণ নাই—দিগম্বর, সময়ে সময়ে দুর্গন্ধ বাঘছাল পরিয়া থাক। এই ঘৃণিত আচরণ দেবসমাজে অতি নিন্দিত। আমার দিকে চাহিয়া তাঁহারা তোমায় কেহ কিছু বলেন না। দেখ, আমার জামাতা চন্দ্রকে দেখ—যেমন মধুর প্রকৃতি, তেমনি বিনয়ী —যেমন রূপবান্, তেমনি গুণশীল। তাঁহার রূপের গুণে দেব-সভা উজ্জ্বল, বিশ্ব উজ্জ্বল। অগ্নি ও ধর্ম্ম ইঁহারাও জামাতা, ইঁহারা ত্রিদিব উজ্জ্বল করিয়া আছেন। আর তাঁহাদের পার্শ্বে জাতিহীন, কুলহীন, বৃষবাহন, নগ্নকায়, ক্ষিপ্ত ভিক্ষুককে জামাতা বলিয়া পরিচয় দিতেও ঘৃণা হয়। তোমার অহঙ্কারের মাত্রা পূর্ণ হইয়াছে, তাহা একেবারে আমি চূর্ণ করিব।”

এই উক্তিতে বিষ্ণু, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ লজ্জিত হইলেন। কিন্তু দক্ষ ব্রহ্মার অতি প্রিয়, এই জন্য সকলেই কেবল মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন। স্বয়ং ব্রহ্মা অতিমাত্র পুত্রবাৎসল্যে প্রতিবাদ করিতে কুণ্ঠিত হইলেন।

দক্ষ যখন শিবের নিন্দাবাদ করিতেছিলেন, তখন ভৃগুর মুখে উল্লাসের চিহ্ন দেখা যাইতেছিল। ভৃগুর গৃহেই যজ্ঞ—গৃহপতি দক্ষের কথায় সায় দিলেন। তৎসঙ্গে পূষা প্রভৃতি ঋষিগণও মহাদেবের নিন্দায় বেশ আমোদ অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহারা শিবনিন্দা

শুনিয়া অনুকূল ভাবে ঘাড় নাড়িতে লাগিলেন। উৎসাহিত হইয়া দক্ষ মহাদেবের প্রতি যথেষ্ট কটূক্তিবর্ষণ করিলেন।

বৃষভের পার্শ্বে শূলহস্তে নন্দী দাঁড়াইয়াছিল। তাহার সর্ব্বদেহ ক্রোধে কম্পিত হইতে লাগিল। ক্রোধে তাহার দুইটি চক্ষের তারা ছুটিয়া যাইবার মত হইয়াছিল। সে বিক্ষুব্ধ বারিধির ন্যায় অস্ফুট-গর্জ্জন মাত্র করিতেছিল, মহাদেবের ইঙ্গিতে কোন কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতে সাহস পায় নাই। বৃষটিও যেন শিবনিন্দায় ব্যথিত হইয়া দুই চক্ষু হইতে অশ্রু ত্যাগ করিতেছিল।

শিব কোন কথাই বলেন নাই, তিনি একবার ঊর্দ্ধচক্ষু নত করিয়া দক্ষের প্রতি দৃষ্টি করিয়াছিলেন। সে দৃষ্টিতে ক্রোধ ছিল না, ক্ষমা ছিল। —ব্যথার চিহ্নমাত্র ছিল না, করুণার স্নিগ্ধতা ছিল। দাম্ভিক দক্ষ ভাবিলেন, শিবের এই ভাব—ঘৃণার ছদ্মবেশমাত্র। তিনি ক্রোধে আরও জ্বলিয়া উঠিলেন।

যজ্ঞ শেষ হইয়া গেল। যাঁহার ভস্ম ও চন্দনে সমজ্ঞান, এমন মহাদেবের নিকট আদর ও ঘৃণার তারতম্য কি?

জগতের হলাহল একমাত্র শিবই পান করিতে সমর্থ এবং হলাহল-সিন্ধু-মন্থন করিয়া যে অমৃতের উৎপত্তি হয়, একমাত্র শিবই তাহার ভোক্তা। দেবসভা হইতে যে ঘৃণা ও কটূক্তির বর্ষণ হইল, তাহা মর্ম্মর-প্রস্তরের উপর বারিবর্ষণের ন্যায় তাঁহার চিত্তে কোন রেখা আঁকিয়া গেল না। তাঁহার বিশাল জটাজুটে গঙ্গার যে মৃদু-মধুর কলরব হইতেছিল, আনন্দময়ের তাহাতেই পরমানন্দ জাগিয়া উঠিল। তিনি তাঁহার কর-ধৃত বিষাণ বাদনপূর্ব্বক আনন্দধ্বনিতে আকাশ কম্পিত করিয়া কৈলাস-পুরীতে প্রত্যাগত হইলেন। সমুদ্রমন্থনকালে দেবগণ অমৃতের ভাগ

পাইয়াছিলেন, শিব বিষ পান করিয়া আসিয়াছিলেন। এবারও তাহাই হইল, ভৃগু সমস্ত দেবগণকে অমৃত তুল্য আদরে আপ্যায়িত করিলেন। অপমানের তীব্র বিষ শিবের প্রতি বর্ষিত হল। কিন্তু শিব-মুখের অর্দ্ধেন্দু-উজ্জ্বল প্রসন্নতা দেখিয়া কে তাহা জানিতে পারিবে?

শুধু নন্দীর মনে সেই তীব্রজ্বালা জ্বলিতে লাগিল। সপ্তাহ পর্য্যন্ত নন্দী আহার করে নাই। রাত্রিতে নিদ্রা যায় নাই, সিদ্ধি ঘুটিতে ঘুটিতে অতিমাত্র ক্রোধে নন্দী কষ্টি পাথরের আধারগুলি ভাঙিয়া ফেলিয়াছে। সতী বলিতেন, "নন্দী, তুই সমস্ত অসুরের বল পাত্রগুলির উপর প্রয়োগ করিলে তাহা উহারা সহিতে পারিবে কেন?"

২

এদিকে শিবের প্রতি দক্ষ-প্রজাপতির ক্রোধ ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। ভাবিলেন, এত ভৎ র্সনা করিলাম, তাহার উত্তরে একটা কথা বলিল না, বেটার এরূপ অভিমান? দেবতারা বলে—ইহার নমস্য কেহ নাই। ইহাতেই মনে হয়, শিব অতি হীনকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে; অমরগণের সুবৃহৎ পরিবার—ইহাতে কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের প্রতি মর্য্যাদা-যুক্ত না হইলে সামাজিক শৃঙ্খলা থাকিবে কিসে? শিব ভুঁইফোড়, শ্বশুর পিতৃতুল্য, তাঁহাকে প্রণাম করিবে না। বৃহস্পতির সঙ্গে অনেক শাস্ত্র খাঁটিয়া দেখা গেল, এরূপ বিধি কোথাও নাই।

দক্ষের দল ক্রমেই পুষ্ট ও প্রবল হইয়া উঠিল। তাহারা একবাক্যে বলিল, "শিবের আচার দেবসমাজের বিধিবহির্ভূত; আমরা তাহাকে দেব বলিয়া স্বীকার করিব না।"

তাহারা দক্ষের ক্রোধ ক্রমেই উদ্দীপিত করিয়া দিল। একে ত শিবের মৌন-উপেক্ষা-কল্পনায় দক্ষ অত্যন্ত চটিয়া গিয়াছিলেন, তাহার উপর বিকৃতানন নন্দীর রোষকষায়িত সঘৃণ দৃষ্টির কথা মনে পড়িয়া দক্ষ ক্রোধে উন্মত্তবৎ হইয়া উঠিলেন। তিনি অবশেষে প্রকাশ্য-ভাবে দেব-সমাজে এই আদেশ প্রচার করিয়া দিলেন যে, শিবের সঙ্গে আর দেবসমাজ এক পংক্তিতে ভোজন করিবেন না। যজ্ঞের ভাগে শিবের কোন অধিকার থাকিবে না।

সুদীর্ঘ কুটিল শ্মশ্রুগুলি অঙ্গুলি দ্বারা মার্জ্জনা করিতে করিতে ভৃগু বলিলেন, "এবার ভাঙ্গড় জব্দ হইবে, এই ব্যবস্থা উৎকৃষ্ট হইল।" অষ্টদিকৃপাল দক্ষ-প্রজাপতির এই আদেশ জগতে প্রচার করিলেন, মহাদেব যজ্ঞভাগ পাইবেন না।

সমস্ত জগৎ এই আদেশে ভীত-স্তব্ধ হইয়া গেল। শিবহীন যজ্ঞ কে করিবে? হৈহয, যযাতি, মান্ধাতা প্রভৃতি রাজরাজেশ্বরগণ সর্ব্বদা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন, শিবহীন যজ্ঞ করিতে তাঁহারা সাহসী হইলেন না। যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু ব্রহ্মার মুখের দিকে চাহিয়া এই আদেশের প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না। অথচ শিবহীন যজ্ঞের ভাগ গ্রহণ করিতে তাঁহার কোনই উৎসাহ রহিল না। দেবগণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নর-জগতে কোন উৎসাহ দিতে পারিলেন না, অথচ দক্ষের বিরুদ্ধাচরণ করিতেও ভরসা পাইলেন না।

যজ্ঞ বন্ধ হওয়াতে অনাবৃষ্টি হইল; পৃথিবীর বর্ণ প্রতপ্ত তাম্রখণ্ডবৎ ধূসর-রক্ত হইয়া উঠিল। শস্য দগ্ধ হইয়া গেল। কীট-পতঙ্গ, পশু-পক্ষী, মনুষ্য—লক্ষ লক্ষ মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল। ঋষিগণ হোমকার্য্যে বিরত থাকিয়া তপোভ্রষ্ট হইয়া পড়িলেন। যোগিগণ অন্তশ্চর বায়ু নিরোধ

করিতে কষ্ট বোধ করিতে লাগিলেন, যজ্ঞাগ্নির ধূমে মরুৎ-পরিষ্কৃত না হওয়াতেও জীবের পক্ষে শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়া যেন কতকটা আয়াস-সাধ্য হইয়া উঠিল।

রুদ্রের অপমানে পৃথিবীতে রৌদ্র প্রখর হইয়া উঠিল। ধরিত্রী জ্বালা বোধ করিতে লাগিলেন। দিগ্‌গজগণ ঘন ঘন আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। বালখিল্য ঋষিরা বৃক্ষের আশ্রয়চ্যুত হইতে উদ্যত হইলেন। দিক্‌পালগণ কম্পিতকলেবর হইতে লাগিলেন, তাঁহাদের নেত্রস্পন্দনে মুহুর্মুহু বসুন্ধরা কম্পিত হইতে লাগিল।

শিব-হীন যজ্ঞে কে সাহস করিবে? পৃথিবী ক্রোধ ও বিদ্বেষের আগার হইয়া উঠিল। কারণ ধর্ম্ম শিবহীন। যাহার উদারান্ন সংস্থানের উপায় নাই, সে বিলাসী হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল, কারণ তাহার লক্ষ্য শিবহীন। পরিধেয় ও ভূষণের বাহুল্য হইল—অথচ গৃহে শিশুগণ না খাইয়া মৃতপ্রায়, গৃহ-কর্ত্তার সেদিকে দৃষ্টি নাই কারণ তাহার দৃষ্টি শিবহীন। গৃহকর্ত্রীরা বিলাসিনী হইয়া উঠিল, কারণ শিবহীন গৃহে অন্নপূর্ণার সাধনা কে করিবে? স্বেচ্ছায় কিংবা পরার্থে কেহ কণ্টকের আঁচড় স্বশরীরে সহ্য করিতে প্রস্তুত নহে, অথচ আলস্য-জড়িত নিশ্চেষ্ট দেহ পরকৃত সর্ব্বপ্রকার অত্যাচার সহ্য করিতে লাগিল। প্রতারক ধর্ম্ম-যাজকগণ তামসিক ভাবকে সত্ত্ব গুণ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে লাগিল। বিলাস ও মূঢ়তা চরিত্রকে অধিকার করিয়া বসিল—কারণ ত্যাগী এবং সত্যস্বরূপ শিবের আদর্শ জগৎ হইতে অপসৃত হইল।

ব্রহ্মার সৃষ্টি লুপ্ত হইতে চলিল। প্রশ্ন এই—"দক্ষ চাও না শিব চাও?" জগৎ এই দুয়ের অধিকার সহ্য করিতে অসম্মত। একদিকে দম্ভ, বল, স্বেচ্ছাচারিতা এবং প্রবল দণ্ড-শক্তি—অপর দিকে ত্যাগ,

নিবৃত্তি ও ব্রহ্মানন্দ, কোন্‌টা চাই ? দক্ষের কঠোর অনুশাসন পৃথিবীর অসহ্য হইল। ভীত, ত্রস্ত এবং মূক জগতের প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছিল। তথাপি মনের কথাটি উচ্চারণ করিবার সাহস তাহার হইল না—সে কথাটি, "আমরা দক্ষকে চাই না, আমরা শিবকে শিরে ধারণ করিব।"

৩

বিষ্ণু জগতের রক্ষাকর্ত্তা। তিনি নারদকে ডাকিয়া বলিলেন, "ব্রহ্মা ত সৃষ্টি করিয়াই দায় হইতে মুক্ত, এই জগৎকে রক্ষা করা কিরূপ শক্ত তাহা ত তিনি জানেন না। পুত্রটি অতিরিক্ত আদরে নষ্ট হইতেছে, ইহার দুর্গতির সীমা পরিসীমা থাকিবে না। আমার সে সকল কথা এখন আত্মীয়তা-স্থলে না বলাই ভাল, কিন্তু পৃথিবীর রক্ষার একটা উপায় ত করিতে হইবে! তুমি বৈবস্বত মনুর পুত্র প্রিয়ব্রতকে যজ্ঞ করিতে বলিয়া আইস। সে অতি প্রবল রাজা, সাতবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়াছিল, প্রদক্ষিণ-কালে তাহার রথচক্রের ঘর্ষণে পৃথিবী ক্ষয়গ্রস্ত হইয়াছিল, সেই সপ্তরেখা সপ্ত-সিন্ধুতে পরিণত হইয়াছে। প্রিয়ব্রত জগতের রাজকুল-চক্রবর্ত্তী। বিশেষতঃ, সে দক্ষের শ্যালক। সম্ভবতঃ, সে সাহসী হইয়া যজ্ঞারম্ভ করিতে পারে।"

নারদের বীণাধ্বনি শুনিয়া প্রিয়ব্রত দিগ্বিজয়ে যাত্রা স্থগিত করিয়া দেবর্ষির আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। স্বর্গপ্রদেশ অপূর্ব্ব বীণাঝঙ্কারে নাদিত করিয়া দিব্যপ্রভা-মণ্ডিত ঋষিপ্রবর প্রিয়ব্রতের প্রাসাদে অবতীর্ণ হইলেন। নারদ তাঁহাকে গোপনে বিষ্ণুর অভিপ্রায় জানাইলেন। কিছুকাল নীরব থাকিয়া—প্রিয়ব্রত বলিলেন, "যাঁহার

দেহ কোন ভৌতিক উপাদানে নির্ম্মিত নহে, যিনি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, এমন দেবাদিদেব শিবের নমস্ত আবার কে থাকিবে? দক্ষ প্রজাপতি পাগল হইয়াছেন—শিবহীন বিশ্ব দগ্ধ হইতে উদ্যত, আমি পৃথিবীকে সরস রাখিবার জন্য যে সপ্তসিন্ধু প্রস্তুত করিয়াছি, রুদ্রের অপমানে বারিরাশি ধূমের ন্যায় উড়িয়া যাইতেছে, আর কিছুকাল পরে তাহা শুষ্ক হইয়া যাইবে। শিবহীন বিশ্ব বাস-যোগ্য নহে। আমি শিবহীন যজ্ঞ কখনই করিতে সমর্থ নহি। বিষ্ণু ঘরের কলহ মিটাইয়া আমাকে যে আদেশ করিবেন, তজ্জন্য আমি সকলই করিতে প্রস্তুত। কিন্তু দেব-সমাজের এই বিদ্বেষ-বহ্নিতে পুড়িয়া মরিবার জন্য আমিই সর্ব্বপ্রথম পতঙ্গ হইতে স্বীকৃত নহি।”

বীণা বাজাইতে বাজাইতে নারদ বিষ্ণুকে যাইয়া প্রিয়ব্রতের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। বিষ্ণু এই সংবাদে একটু চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন।

‘দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং প্রথম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন না কেন? দক্ষ প্রজাপতি, বৃহস্পতি, ভৃগু ও সপ্তর্ষিমণ্ডলী তাঁহার সহায়, তিনি দক্ষের দৌহিত্র; ভীত হইবার পাত্র নহেন। নারদ, তুমি দেবরাজকে আমার আদেশ জানাইয়া আইস। দেবরাজ স্বয়ং যজ্ঞ করিলে নরলোকে যজ্ঞানুষ্ঠানে আর কোন বাধা থাকিবে না।’

ইন্দ্র নারদকে বলিলেন, “আমি শিবহীন যজ্ঞ সর্ব্বপ্রথম করিতে সাহসী নহি। শিবের পিণাক অমরাবতীর সর্ব্বপ্রথম ভিত্তিস্বরূপ। ত্রিপুরাসুরকে বধ করিয়া এই সিংহাসনে শিবই আমাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বিষ্ণু আমাকে কেন এই বিপজ্জনক ব্রতে ব্রতী হইতে অনুরোধ করিতেছেন? দেবগণ বহুদিন যজ্ঞভাগ পান নাই—তাঁহারা

ক্ষীণপুণ্য হইয়া পড়িতেছেন, কিন্তু আমি কি করিব? আমি এ সম্বন্ধে কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। আপনি অন্যত্র চেষ্টা দেখুন।"

নারদ এই উত্তর লইয়া আর বিষ্ণুর নিকট গেলেন না, তিনি স্বয়ং আর একটা উপায় উদ্ভাবন করিলেন।

দক্ষের গৃহে উপনীত হইয়া নারদ দক্ষকে প্রণামপূর্ব্বক দাঁড়াইয়া রহিলেন। দেবশিল্পিনির্ম্মিত বহুমূল্য রোমজ পরিচ্ছদে দক্ষের সুদীর্ঘ দেহ মণ্ডিত, তাঁহার কান্তিতে প্রখর দেব-প্রভা, তাহা হইতে সৌরকর-জ্বালা বিচ্ছুরিত। ললাটের শিরা স্ফীত, নেত্রে দর্প, ওষ্ঠ ও হনুতে বাগ্মিতার চিহ্ন। অহঙ্কারে স্ফীত মুখমণ্ডলে সর্ব্বদা জগতের প্রতি উপেক্ষার ভাব বিদ্যমান। নারদকে দেখিয়া দক্ষ প্রজাপতি বলিলেন, "নারদ, তুমি কি শোন নাই, পিতা আমায় সমস্ত প্রজাপতিগণের উপরে আধিপত্য প্রদান করিয়াছেন। তোমার ঘটকালীতে সতী-মেয়েটাকে একেবারে ভরাডুবী করিয়াছি, ভাঙ্গর বেটা বিশেষ অপদস্থ হইয়াছে। দেবসমাজে আর তাহার স্থান নাই, যজ্ঞভাগ কেহ আর তাহাকে দেয় না—সে একেবারে দেবসমাজ হইতে বিতাড়িত হইয়াছে।"

নারদ বলিলেন, "শিব আর কি অপদস্থ হইয়াছেন! শিবহীন যজ্ঞ আর কেহই করিতে সাহস পাইতেছে না। আপনার নিষেধ-বিধিতে এই লাভ হইয়াছে, দেবতাদের মধ্যেও আর কেহ যজ্ঞভাগ পাইতেছেন না। তাঁহারা ক্ষীণ-পুণ্য হইয়া পড়িয়াছেন। ধরিত্রী যজ্ঞহীন হইতে প্রপীড়িত হইতেছেন। পুষ্কর, শম্বর ও আবর্ত্ত প্রভৃতি মেঘমণ্ডল অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। মহার্ণব জলহীণ হইয়া যাইতেছেন। বরুণের রাজ-কোষ শূন্য। হোমাগ্নির অভাবে মরুৎ-মণ্ডল দূষিত হইয়া পড়িয়াছে। শিবের কিছুই ক্ষোভ হয় নাই। নন্দী সিদ্ধি ঘুটিতেছে,

আপনার ভাঙ্গড় জামাতার চিরাভ্যস্ত মহানন্দের কোনই ত্রুটি নাই। বিষাণে ওঙ্কার ধ্বনিত হইতেছে এবং কর্ণাবলম্বী ধুস্তুর-পুষ্পের ঘ্রাণে তিনি মাতোয়ারা হইয়া আছেন।"

দক্ষের ভ্রূ কুঞ্চিত হইল, তিনি গর্ব্বিত কণ্ঠে বলিলেন, "কি ? আমি প্রজাপতিগণের অধীশ্বর দক্ষ সহায় থাকিতে শিবহীন যজ্ঞ করিতে কেহ সাহসী হইতেছেন না ? এ বড় আশ্চর্য্য কথা। যাহা হউক, আমি এই বিষয়ের উদ্যোগী হইয়া দেবসমাজকে শিক্ষা দিব। নারদ, তুমি প্রচার করিয়া দাও, আমার গৃহে বাজপেয় ও বার্হস্পত্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইবে। ত্রিজগৎ নিমন্ত্রিত হইবে। সুধু কৈলাসপুরী বাদ দিয়া তুমি সর্ব্বত্র নিমন্ত্রণ প্রচার কর।"

৪

দক্ষ-যজ্ঞ আরম্ভ হইল। ত্রয়োদশ ধর্ম্ম দক্ষের জামাতা। কেহ মহিষ-চালিত শকটে, কেহ রত্ন-রথে দক্ষ ভবনে যাত্রা করিলেন। অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা প্রভৃতি সাতাইশ ভগিনী দক্ষকন্যা, তাঁহারা চন্দ্রালায় হইতে আগত হইলেন। অগ্নির স্ত্রী স্বাহা দক্ষের অপর এক কন্যা, বিচিত্র যানারোহণ-পূর্ব্বক তিনি পিত্রালয়ের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। গন্ধর্ব্বগণ ও দিক্‌পালগণের সঙ্গে দেবগণ একত্র মিলিত হইয়া যজ্ঞসম্পাদনে ব্রতী হইলেন, স্বয়ং ভৃগু এই যজ্ঞে হোতাস্বরূপ বরিত হইলেন।

নারদ কৈলাসপুরীতে যাইয়া শিবকে বলিলেন, "ভগবন্‌! আপনাকে ছাড়া ত্রিজগতের সকলকেই নিমন্ত্রণ করার ভার আমার উপর পতিত

হইয়াছিল, এই শিবহীন নিমন্ত্রণ ব্যাপারের জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি।"

দেবাদিদেবের বিম্বোষ্ঠে মৃদু হাস্য প্রকাশিত হইল। ললাটের অর্দ্ধেন্দুর রশ্মিতে সেই হাস্য মনোহর হইল। তিনি বলিলেন, "যজ্ঞহীন হইয়া ধরিত্রী পীড়িত হইতেছেন। যজ্ঞ হইলেই মঙ্গল, আমাদের নিমন্ত্রণ নাই বা হইল ; আমি কৈলাস পর্ব্বতে থাকিতেই ভালবাসি—নন্দিকেশ্বর এবং আমি, কতকটা নির্জ্জনতা-প্রিয় হইয়া পড়িয়াছি। নিমন্ত্রণে যাওয়া আসা আমাদের পক্ষে ক্লেশকর ভিন্ন কিছুই নহে। কিন্তু তুমি সতীকে দক্ষ-গৃহের যজ্ঞের সংবাদ দিও না। তাঁহার পিতা আমার প্রতি বিরূপ হইয়াছেন। আমি তাঁহাকে তাহা জানাই নাই। তিনি এই সকল ব্যাপার শুনিলে মনে কষ্ট পাইবেন।"

নারদ ঘুরিয়া ঘুরিয়া কৈলাস পর্ব্বত দেখিতে লাগিলেন। উচ্চ দেবদারু-দ্রুমের নিম্নের কোথাও বেদী প্রস্তুত, সেখানে শিব যোগাসনে আসীন হন। কোথাও সতীর বাহন সিংহ মহাদেবের বৃষের অঙ্গলেহন করিয়া সখ্য জানাইতেছে। অপূর্ব্ব ধুস্তুর-পুষ্পরাজি চারি-দিকে ফুটিয়া তীব্রমধুর গন্ধে দিক্ প্রফুল্ল করিতেছে। কোথায়ও হরীতকীর বন ও নিম্ববৃক্ষের শ্রেণী। যেখানে হর ও সতী একত্রে কথোপকথন করেন, সেই মনোহর স্থানটি যেন চিত্রে লিখিত। সেখানে রজতখণ্ড-পতনের শব্দের ন্যায় ঝঙ্কার করিয়া রজতের ন্যায় শুভ্রধার বিশিষ্ট অলকনন্দা বহিয়া যাইতেছে। নন্দীর প্রক্ষালিত শিলার বিভূতিস্পর্শে তাহার শুভ্রতা স্থানে স্থানে ম্লান হইয়া গিয়াছে।

দেবর্ষি দেখিলেন, কর্ণিকার পুষ্পতরুমূলে সতী দাঁড়াইয়া আছেন। তাপসীর বেশ, অঙ্গযষ্টিকে অপূর্ব্ব কোমলতা প্রদান করিয়া একখানি বল্কল

শোভা পাইতেছে। তাহা দেহে বিলম্বিত, এবং সীমান্তপ্রদেশ ঈষৎ স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে। হস্তে ও কণ্ঠে রুদ্রাক্ষবলয়, আলুলায়িত কেশরাশিতে একটি অতসীকুসুমের মাল্য গ্রথিত। তিনি একটি কর্ণিকার তরু সন্নিহিত বিল্ববৃক্ষ হইতে একটি বৃহৎ বিল্বফল পাড়িতেছেন। বিল্বের কণ্টকরাশি দেবীর স্পর্শে পল্লবে পরিণত হইয়া যাইতেছে, এবং দেবী ছুঁইতে না ছুঁইতেই শাখা আনম্র হইয়া পড়িতেছে। তৎসন্নদ্ধ ফলগুলি দেবীর স্পর্শ-প্রত্যাশায় আপনি আপনি করতলে আসিতেছে। নারদকে দেখিয়া দেবী বলিলেন, "নারদ ভূপর্য্যটনই তোমার কর্ম্ম। আমার পিতা দক্ষের গৃহের কোন সংবাদ জান? আমার মাতাকে অনেক দিন দেখি নাই, আমার দুঃখিনী মাতাকে দেখিতে বড় সাধ যাইতেছে।" সতীর চক্ষে একবিন্দু অশ্রু দেখা দিল।

নারদ এ প্রকার প্রশ্নের প্রত্যাশা করেন নাই। তিনি কি উত্তর দিবেন! দেবর্ষি মিথ্যা কথা বলিবেন না; শিবের আদেশ অমান্য করাও তাহার পক্ষে শোভন নহে। তিনি দ্বিধা-কুণ্ঠিত চিত্তে বলিলেন, "দেবি, দক্ষ এবং প্রসূতি ভাল আছেন, আমি কল্য তাঁহাদিগকে দেখিয়া আসিয়াছি।" দেবী বলিলেন, "নারদ তুমি তাঁহাদিগকে দেখিয়া আসিলে, তাঁহারা কি আমার কথা কিছুই বলিলেন না?" নারদ নিরুত্তর রহিলেন।

দেবীর সন্দেহ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইল। তিনি উৎকণ্ঠিত স্বরে বলিলেন, "তুমি এরূপ করিতেছ কেন? তবে কি তাঁহারা কুশলে নাই?" নারদ বলিলেন। "তাঁহারা ভাল আছেন, কিন্তু মা, আমায় ক্ষমা করিবেন, পিতৃকুলের কোন প্রশ্ন আমায় করিবেন না।"

এই বলিয়া নারদ বীণা বাজাইয়া প্রস্থানপর হইলেন। তত্ত্বপূর্ণ

বিচিত্র সংগীতালাপনে বীণা-তন্ত্রীর স্বরলহরী সেই পুণ্য নিকেতনকে মুখরিত করিল। পিণাকী সেই সঙ্গীতে যোগাম্বুধিতে নিমগ্ন হইলেন। সমস্ত কৈলাসপুরী সেই বীণাবাদনে একখানি ভাবের চিত্রের ন্যায় স্থির নিস্পন্দ হইয়া রহিল। কেবল জবাতরুর শ্যাম শাখাপ্রশাখা হইতে অজস্র জবাপুষ্প নিম্নে পতিত হইয়া সেই স্থানে ঈষৎ চাঞ্চল্যের লক্ষণ প্রকটিত করিল, আর দেবীর হৃদয়ে মাতার জন্য আকুলতা প্রবল উচ্ছ্বাসে পরিণত হইয়া তাঁহাকে মূর্ত্তিমতী উৎকণ্ঠা কিম্বা বায়ুকম্পিত লতার ন্যায় বিচলিত করিয়া সেই সেই সৌম্য নিকেতনকে কথঞ্চিৎ অশান্ত করিয়া তুলিল।

৫

দেবী যুক্তকরে দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার সম্মুখে শুভ্র স্থির রজত-গিরিসঙ্কাশ দেবমূর্ত্তি। যেন কৈলাসোর্দ্ধে লগ্ন একখানি শুভ্র মেঘ। যেন মরুৎহিল্লোলবিক্ষুব্ধ হিমগিরি শিরোদেশে মরুতাদিভূতের অনায়ত্ত শুদ্ধ রজত গিরিসঙ্কাশ দেববিগ্রহ। করজোড়ে সতী দাঁড়াইয়া আছেন। গিরি পার্শ্বে সূর্য্যাস্তের প্রভাচন্দনে অনুরঞ্জিত হইয়া সন্ধ্যা দেবী যেমন দাঁড়াইয়া থাকেন, অথবা সমুন্নত শুভ্র মেঘপংক্তির পার্শ্বে সূর্য্যোদয়ের সিন্দুর ললাটে পরিয়া উষা যেরূপ দাঁড়াইয়া থাকে, যোগিবরের নিকট সতী তেমনি দাঁড়াইয়া আছেন। করশোভন রুদ্রাক্ষ-বলয়দ্বয় যুক্তকরের পার্শ্বে যুক্ত হইয়া আছে। নিবিড় কেশরাজির চাপল্য নাই! তাহারা স্থিরকৃষ্ণ ধূম্রপটল কিম্বা কৃষ্ণ ভ্রমরপংক্তির ন্যায় চন্দ্রবদনের পার্শ্বে স্থির হইয়া আছে। যেন স্থির চিত্রের লেখা। যুক্তকরে তপস্বিনী তপস্বিবরের নিকট কি প্রার্থনা করিতেছেন?

মহাদেব দেবীর আগমনপ্রভাব বুঝিলেন। ব্রহ্মানন্দ টুটিয়া গেল। কোন ব্যাকুল প্রার্থনার আবেশে তাঁহার দৃষ্টি নিম্নদিকে আবদ্ধ হইল। মনোময়ী বাক্য উচ্চারণ না করিয়া মৌনভাবে তাঁহার প্রার্থনা শিবকে বুঝাইয়া দিলেন।

শিবের ধ্যানভঙ্গ হইল। তিনি দেখিলেন, পদ্মনালের ন্যায় কোমলকান্তি সতী যুক্তকরে দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি সতীকে আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবীর কি অভিলাষ তাঁহাকে পূর্ণ করিতে হইবে?" দেবী বলিলেন, "ভর্তৃদেব, নারদ আমাকে বলিয়া গেলেন, আমার পিতৃগৃহসম্বন্ধে কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে তিনি নিষিদ্ধ। আমার আর কোন কথা শুনিবার প্রতীক্ষা না করিয়া তিনি বীণা বাজাইতে বাজাইতে চলিয়া গেলেন। আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হইয়াছে, আমি নারদের কথার ভাব বুঝিতে পারি নাই।"

শিব বলিলেন, "আমি তাঁহাকে মানা করিয়াছিলাম। কিন্তু তুমি এতটা জানিয়াছ যে, এখন আর গোপন করা চলে না। তোমার পিতা দক্ষ বাজপেয় ও বার্হস্পত্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতেছেন। শুনিলাম, আমাদিগকে বাদ দিয়া বিশ্বশুদ্ধ সকলকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। আমি নারদকে এই সংবাদ দিতে বারণ করিয়াছিলাম।" দক্ষ যে শিবের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, শিব তাহা সতীকে বলিতে কুণ্ঠিত হইলেন।

সতী করজোড়ে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তপস্বিনীর ত্রিনয়নে অশ্রু দেখা দিল। শিব বলিলেন, "তুমি কি পিতৃগৃহে যাইতে অভিলাষী হইয়াছ? বিনা আহ্বানে তথায় যাওয়া কি উচিত?"

সতী উত্তর করিতে পারিলেন না, তথাপি যেন মনোভাব ব্যক্ত করিতে ইচ্ছুক। ব্রীড়াবনত পুষ্পলতার ন্যায় তিনি মহাদেবের পাদপদ্ম

লক্ষ্য করিয়া নোয়াইয়া পড়িলেন। যেন সেই চরণকমলে তাঁহার কোন বিনীত নিবেদন আছে।

শিব বলিলেন, "তুমি পিতৃগৃহে যাইতে চাহিতেছ, কিন্তু বিনা নিমন্ত্রণে আমি কি করিয়া বলিব 'তুমি যাও'।"

সতী বলিতে চাহিলেন, "নিমন্ত্রণ আবার কি? তাঁহার বিরহিণী জননী যে তাঁহার পথের দিকে দুইটি চক্ষু ফেলিয়া রাখিয়াছেন, সে নিমন্ত্রণ তিনি প্রাণের প্রাণে অনুভব করিতেছেন। তিনি দক্ষের আদরিণী কন্যা, পিতা কি মুহূর্ত্তেও কৈলাসপুরীর দিকে তাকাইয়া সতীর কথা চিন্তা করিবেন না? সতীকে হস্তে ধারণ করিয়া যে তিনি সর্ব্ব শুভকার্য্যে মন্ত্রোচ্চারণ করিতেন, আজ কি সতীকে তিনি ভুলিয়া যাইবেন? কন্যাকে আবার নিমন্ত্রণ কে করিয়া থাকে? নিজের মাতৃ পিতৃ অঙ্কে যাইবেন, কোন কন্যা তজ্জন্য নিমন্ত্রণের প্রতীক্ষা করিয়া থাকে? দক্ষপুরীর আম্রবনে সতীর স্বহস্ত রোপিত বৃক্ষগুলি এই উৎসবের সময় সতীকে হারাইয়া শাখাগ্র হেলনপূর্ব্বক তাঁহাকে খুঁজিতেছে। বাল্যসখীগণ ও ভগিনীগণ সতীর জন্য ব্যাকুল হইয়া আছে, সকলের আকর্ষণ তিনি মনে মনে অনুভব করিতেছেন। পিতৃগৃহে যাইতে তিনি আর কোন্ নিমন্ত্রণের প্রতীক্ষা করিবেন?"

সতী করযোড়ে মহাদেবের পাদপদ্মে নিশ্চল দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি একটি কথাও বলেন নাই! যিনি কোন কথাই বলেন না, তাঁহার মনোভাব যেরূপ সুস্পষ্ট বোঝা যায়, অন্য কাহারও সেরূপ নহে!

শিব কি করিবেন! তিনি দেবীর ইচ্ছা পূর্ণ করিতে সাহসী হইলেন না। এই সূত্রে কি অনর্থ ঘটিবে তিনি তাহা আশঙ্কা করিয়া বিচলিত

হইলেন। চন্দ্রচূড়ের চন্দ্রবদনে শঙ্কার ছায়া পড়িল। নন্দিকেশ্বর সকলই জানিতেন। তিনি বলিলেন, "মা তোমার এবার পিত্রালয়ে যাইয়া কাজ নাই।"

বিমনা হইয়া সতী চলিয়া গেলেন—নিপুণভাবে গৃহকর্ম শেষ করিয়া দেবী কৈলাসপুরীর রম্য বনান্ত-ভূমিতে যাইয়া সন্ধ্যাকালে দাঁড়াইলেন। দেবী দেখিলেন—আকাশাম্বররঞ্জিত করিয়া সারি সারি রথ চলিতেছে। কোনটি মাণিক্য-খচিত, কোনটি মরাল-বাহন,—বুঝিলেন, ইহারা তাঁহার পিতৃগৃহের যাত্রী।

সহসা সমুজ্জ্বল একখানি রথ সম্মুখে ভাসিয়া গেল। তাহা প্রদীপ্ত মণিময়। তন্মধ্যে রক্তপটাম্বরধারিণী মরকতহার-লম্বিত-কণ্ঠ-দেশা যাহাকে দেখিয়া তিনি চিনিতে পারিলেন। তৎপার্শ্বে কলহংসসদৃশ পাণ্ডুর চন্দ্রের বিমানে রোহিণী ও ভগিনীবর্গকে তিনি আভাসে দেখিতে পাইলেন।

এবার দেবীর হৃদয় যেন শোকে বিদীর্ণ হইল। জননীর মুখখানি দেখিবার জন্য দেবীর হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সেই উৎকণ্ঠায় মহাদেব স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি দেবীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাঁহার আনন্দময়ী তপস্বিনী নিরানন্দ, তদীয় বিম্বাধরের হাসি বিশুষ্ক, মলিন-নেত্র অশ্রুপূর্ণ।

শিব বলিলেন, "দেবি, তুমি নিশ্চয়ই যাইবে?" সতী বলিলেন, "প্রভুর ইচ্ছা হইলে আমি যাইতে এখনই প্রস্তুত হইব।"

শিব পুনরায় বলিলেন, "দেবি, আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু তুমি নিরানন্দ হইলে কৈলাসপুরীর তপস্যা বৃথা হইয়া যায়। ঐ দেখ জবা-কুসুম শাখা-মলিন হইয়া গিয়াছে। বিল্বদল শুষ্কপ্রায়। পক্ষিগণ কাকলী বন্ধ করিয়াছে। তোমার ইচ্ছায় বাধা দেওয়ার শক্তি

আমার নাই। নন্দী সিংহকে সাজাইয়া আন। দেবী পিতৃগৃহে যাইবেন। তুমি ইঁহার সঙ্গে থাকিও, তুমি থাকিতে ইঁহার অনিষ্ট ঘটিবে না, আমি এই ভরসায় পাঠাইতেছি।”

দেবী এই কথা বুঝিতে পারিলেন না। নন্দী মহাদেবের আদেশে সিংহকে সাজাইয়া লইয়া আসিল। কিন্তু তাহার মুখ ভ্রূকুটী-কুটিল, যেন ঘোর অনিচ্ছায় কোন মৃত্যুতুল্য কঠিন আজ্ঞা সে বহন করিতেছে। দেবী নন্দীর এই ভাব দেখিয়া প্রীত হইলেন না। তাঁহারও হৃদয় যেন কোন অনিশ্চিত আশঙ্কায় কম্পিত হইতে লাগিল।

৬

এত ঘটা, এত উৎসব—কিন্তু প্রসূতি বিমনা। স্বাহা, কৃত্তিকা, রোহিণী প্রভৃতি সকল কন্যা আসিয়াছে, কিন্তু প্রিয়তমা সতী কোথায়! আজ তাঁহার গৃহে চাঁদের হাট বসিয়া গিয়াছে, কিন্তু সতীবিহনে তিনি বেদনাভরা। যাহার মুখের দিকে চাহেন, তাহাকে দেখিয়াই সতীকে মনে পড়ে, আর অঞ্চলাগ্রে নয়নজল মুছিয়া ফেলেন।

সতী অলক্তক-রঞ্জিত পদে নূপুর শিঞ্জিত করিয়া ছায়ার ন্যায় তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিতেন। আজ সতী আসিবে না, কন্যা-বৎসলার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে।

এক একটি করিয়া দেবরথ ঘণ্টারবে আকাশ নিনাদিত করিয়া অবতীর্ণ হয়, আর প্রসূতি মরালীর ন্যায় গ্রীবা উন্নত করিয়া ভাবেন, এই বুঝি সতী আসিল। কিন্তু সতী আসিবে না, এই সত্য মনে অনুভব করিয়া দরদরপ্রবাহে অশ্রু বিসর্জ্জন করেন।

প্রতিবাসিনীরা আসিয়াছে। স্বর্গ-মর্ত্ত্যের বিখ্যাত সুন্দরীগণ আসিয়াছে। কুটম্বিনীগণ আসিয়াছে। সকলেই বলিতেছে, সতী আসিবে না। শুনিয়া শেল-বিদ্ধা হরিণীর ন্যায় প্রসূতি উঠিয়া যাইতেছেন। প্রসূতির নিকট আত্মীয়া কর্দ্দমঋষি-কন্যা অনসূয়া আসিয়াছেন। একদল দেবকন্যা তাঁহাকে ঘিরিয়া তৎপুত্র দত্তাত্রেয়ের রূপমাধুরী ও ক্রিয়াকলাপ দেখিয়া প্রশংসা করিতেছেন। বালকের চন্দ্রমুখ দেখিয়া প্রসূতির সতীর কথা মনে হইল, অমনি অঞ্চলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে তিনি অন্যত্র চলিয়া গেলেন। মরীচি ঋষির স্ত্রী কলা বাপীতীরে বসিয়া আম্রবাটিকা-শ্রেণী দেখিতেছিলেন। একটি মঞ্জরীপূর্ণ আম্রতরু দেখাইয়া কলা শুধাইলেন, "রাণি, এই গাছগুলি কত বৎসরের?"

প্রসূতি বলিলেন, "এগুলি আমার মেয়ে সতী বিবাহের বৎসর রোপণ করিয়া গিয়াছে"—এই বলিতে যাইয়া তাঁহার কণ্ঠ নিরুদ্ধ হইয়া আসিল। সতীর জন্য তিনি পাগলিনীর মত কাঁদিতে লাগিলেন।

মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি প্রভৃতি ঋষিগণ বসিয়া হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করিতেছেন। অগ্নিদেব স্বয়ং জামাতৃবেশে দক্ষের দক্ষিণ দিকে বেড়াইতেছেন। ধর্ম্মরাজ শ্বশুরের প্রতি অতিরিক্ত সম্ভ্রম দেখাইয়া নগ্ন পদে ছুটাছুটি করিতেছেন। বিষ্ণু ও ব্রহ্মা শেষ সময়ে আসিবেন বলিয়া সংবাদ পাঠাইয়াছেন। দক্ষের তেজোদীপ্ত ললাটের শিখা অভিমানে স্ফীত। কিন্তু দেবগণ সকলেই একটা অভাব বুঝিতেছেন। অগ্নি স্বয়ং চেষ্টা করিয়াও হোমাগ্নিকে উজ্জ্বলতা দিতে পারিতেছেন না। শ্মশানবিহারী ভিখারী শিবের অভাবে যেন উৎসবের আনন্দ কতকটা স্তিমিত হইয়া গিয়াছে। বৃহস্পতির বাগ্মিতা লয় পাইয়াছে। তিনি মৌনভাবে দক্ষের বামদিকে অজিনাসনে বসিয়া কি চিন্তা করিতেছেন!

স্বয়ং ভৃগু হোতা, মন্ত্র উচ্চারণ-কালে তাঁহার বক্ষঃ কম্পিত হইতেছে কেন ?

দক্ষের অভিমানদৃপ্ত চিত্ত ক্ষণে ক্ষণে কোমল হইয়া পড়িতেছিল। যজ্ঞশালার পার্শ্বে একটি নিভৃত প্রকোষ্ঠ সতীর খেলাঘর ছিল। কয়েকটি সুবৃহৎ স্তম্ভের অবকাশ-পথে সেই গৃহ দৃষ্টিগোচর হওয়াতে দক্ষের মানস-পটে সতীর মুখখানি অঙ্কিত হইতেছিল। কিন্তু অভিমান মমতাকে স্থান ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত নহে। ক্ষণমাত্র অন্যমনস্ক থাকিয়া দক্ষ পুনরায় উৎসবে ব্যস্ত হইয়া পড়িতেছিলেন।

৭

সতী দক্ষালয়ে আসিতেছেন। আসিবার সময় উৎসাহে মহাদেবকে প্রণাম করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু কৈলাসের অভ্রংলেহী চূড়া যখন নেত্রপথ উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তখন সতীর ধ্যানস্থ-শিবমূর্ত্তি কেবলই মনে পড়িতে লাগিল এবং কেন যে তাঁহার এমন ভ্রান্তি হইল, তজ্জন্য অত্যন্ত অনুতাপ হইতে লাগিল।

সিংহ উল্কার মত আকাশ হইতে অবতরণ করিতেছে। পিণাক-পাণির বিরাট শূলহস্তে ভ্রূকুটি-কুটিল ক্রূরকটাক্ষ নন্দী পশ্চাতে আসিতেছেন। দেবীর কপালে সিন্দূরবিন্দু, কেশরাজি নিবিড় আগুল্‌ফলম্বিত, তাহা সিংহের পৃষ্ঠ বাহিয়া পড়িয়াছে। যেন নিবিড় মেঘপংক্তি ভেদ করিয়া উল্কা ছুটিতেছে। রুদ্রাক্ষের মাল্য ত্রিগুণিত হইয়া দেবীর বক্ষে বিলম্বিত। কর্ণে কুণ্ডল। দেবী বল্কলবসনা, অক্ষবলয়া, ললাটের ঊর্দ্ধে কেশকলাপে বিল্বদল ও জবাকুসুম আবদ্ধ। শ্বেতচন্দনে ললাট দীপ্ত।

কপোলে অলকাতিলকার পরিবর্ত্তে বিভূতি! একি অপরূপ বেশ! নন্দিকেশ্বর কুবেরকে আহ্বান করিয়া দেবীর রাজরাজেশ্বরী-যোগ্য মণিখচিত পরিচ্ছদ আনয়ন করিতে বলিয়াছিলেন। দেবী তাহা নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। তিনি যোগীর স্ত্রী যোগিনী; তপস্বিনীর বেশেই তিনি পরিতৃপ্ত, অন্য-বেশ তাঁহার প্রীতিকর নহে।

এই বেশে দেবী আসিতেছেন। হীরামণি-খচিত পট্টাম্বরধারিণী যে সতীকে প্রস্থতি সাজাইয়া হরকে প্রদান করিয়াছিলেন, এ ত সে সতী নহে। এ সতী বিচিত্র বর্ণোজ্জ্বল সৌরকরদীপ্ত কুসুমকোরক নহে। এ যেন সন্ধ্যামালতী—স্নিগ্ধ অনাড়ম্বর, কিন্তু চক্ষুর পরমতৃপ্তি-সাধক। সিংহ ধীরে ধীরে দক্ষালয়ের নিকটে আসিল, অমনই কলরব পড়িয়া গেল, সতী আসিয়াছে। সেই কলরব অন্তঃপুরের প্রাচীর উত্তীর্ণ হইয়া যজ্ঞবেদীর পার্শ্বস্থিত দক্ষের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল, তাহাতে কঠিন হৃদয়ে অমৃত-নিষিক্ত হইল! কিন্তু দক্ষ ঘৃণার দ্বারা প্রীতিকে পরাস্ত করিয়া বিমুখ হইয়া বসিলেন।

কিন্তু যখন সেই কলরব প্রস্থতির কর্ণে প্রবেশ করিল, তখন তিনি জাগ্রতা কি স্বপ্নাবিষ্টা তাহা বুঝিতে পারিলেন না। এ কি মৃগতৃষ্ণিকা, না—উন্মাদ চিত্তক্ষোভ! রাণী অন্তঃপুর-দ্বারে আসিলেন, "আমার সতী বক্ষে আয়" বলিয়া সিংহবাহিনীকে হস্তদ্বয় অগ্রসর করিয়া দিলেন। সেই মুহূর্ত্তে মাতা-কন্যা আলিঙ্গন-বদ্ধ হইয়া রহিলেন। উভয়ের গণ্ড প্লাবিত করিয়া নয়নাশ্রু পতিত হইতেছিল। কন্যা অভিমানিনী, মাতা লজ্জিতা। এই উৎসবেও মেয়ে বলিয়া মনে হইল না, মা, তোমার পাগল জামাতাকে ছাড়িয়া আসিতে বুক ফাটিয়া গিয়াছে, বিনা নিমন্ত্রণে তাঁহাকে আনিতে পারি নাই।

দেখিতে দেখিতে কৃত্তিকা ও রোহিণী উপনীতা হইলেন। স্বাহাও তাঁহাদের পার্শ্ববর্ত্তিনী; কৃত্তিকা স্বর্ণ-খচিত "নীলাম্বরী" পরিয়াছিলেন, তাঁহার হস্তের শঙ্খবলয়ে চন্দ্রকান্তমণি নিবদ্ধ ছিল। চন্দ্রের প্রিয়-মহিষীর কণ্ঠে নীলমণির কণ্ঠী, তাঁহার কাঁচলীতে বিশ্বকর্ম্মা সপ্তবিংশ ভার্য্যা সহ চন্দ্রদেবের উজ্জ্বল চিত্র আঁকিয়া দিয়াছিলেন। রোহিণীর বাম অঙ্গে দক্ষিণ বাহু স্থাপন করিয়া কৃত্তিকা। তাঁহার রক্তপট্টবাসের প্রান্তভাগে শুভ্র মণিময় চিত্র অঙ্কিত; মস্তকে চন্দ্রকিরণের মুকুট। পদে মণির মঞ্জীর, কিন্তু স্বাহার বস্ত্রখানি হুতাশনের জ্যোতির ন্যায়। তিনি খর্ব্বাকৃতি বিপুলনিতম্বা। তাঁহার কেশরাজি একটি জ্যোতিষ্মান্ পদ্মরাগ-মণির গ্রন্থিতে আবদ্ধ। রোহিণী আসিয়া সতীর মূর্ত্তি দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। "ভগিনী এক সিন্দুরই তোমার আয়ৎ-চিহ্ন, হস্তে রুদ্রাক্ষবলয়!" কৃত্তিকা বলিল, "ছি! বল্কল পরাইয়া এই উৎসবে পাঠাইতে শিবের লজ্জা হইল না?" স্বাহা বলিল, "ভগিণী, তোমার এমন রূপ, আহা এত বড় চুলের গোছা তৈল ও মার্জ্জনার অভাবে জটা-বদ্ধ হইয়া গিয়াছে। জঙ্গলে মুক্তা ফেলার মত শিবের ঘরে তোমায় ফেলা হইয়াছে। আহা একখানি পদ্মরাগমণিও কি তোমার হারে গাঁথিয়া দিতে পারিল না? ইহার মধ্যে রবির দুই স্ত্রী—ছায়া ও সংজ্ঞা তথায় উপনীত হইলেন। একজন গঙ্গাজলী রেশমীশাড়ী পরিয়াছিলেন। কষ্টি পাথরে বাঁধা-ঘাটের ন্যায় সেই শাড়ীর উজ্জ্বল কৃষ্ণ পাড় ঝলমল করিতেছিল। তাঁহার উত্তরীয়াঞ্চলে স্বর্ণবিন্দু দীপ্তি পাইতেছিল। সংজ্ঞার মূর্ত্তি দীর্ঘ ও গৌরব-দীপ্ত। একখানি অয়স্কান্ত মণির চূর্ণে রচিত নীলাভ্র বর্ণের বস্ত্র পরিয়া তিনি রূপের হিল্লোল তুলিয়াছিলেন। শচীর বাগান হইতে সংগৃহীত একটি মন্দারকুসুমের মালা তিনি কণ্ঠে পরিয়াছিলেন। ছায়া আসিয়া বলিল,

"এই নাকি সতী! শিব আমার নিকট বলিয়া পাঠাইলে ত আমি একখানি রক্তমাণিক্যের অঙ্গদ ও দুইখানি হীরার বলয় পাঠাইতে পারিতাম!—এরূপ উৎসবেও কি এমন বেশে স্ত্রীকে পাঠাইতে হয়?" ছায়া ঘৃণার হাসি হাসিয়া বলিল, "দুইটা জবাফুল ও বিল্বদল চুলে আটকাইয়া আসিয়াছে। দেবরাজের কাছে বলিয়া পাঠাইলেও ত একগাছি পারিজাতের হার পাঠাইয়া দিতেন—আমাদের কর্ত্তার সঙ্গে ইন্দ্রের বড় ভাব, আমরা জানিলেও অনুরোধ করিতে পারিতাম।"

সতী এই সকল মন্তব্য শুনিয়া অস্থির হইয়া উঠিলেন। তাঁহার একমুহূর্ত্তও তথায় তিষ্টিতে ইচ্ছা রহিল না, গণ্ড আরক্তিম হইল। তিনি যাহাদিগকে শৈশবসঙ্গিনী, প্রিয়-ভগিনী বলিয়া জানিতেন, যাহারা একটি বনফুল পাইলে তৃপ্ত হইত, একটুকু মুখের হাসিতে উল্লসিত হইত, এ ত তাহারা নহে। সেই সরল স্বচ্ছন্দ প্রাণ যজ্ঞের কবলিত হইয়াছে। সতীর হৃদয় সেই স্থান হইতে বহির্গত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। এমন সময়ে অত্রির স্ত্রী অনসূয়া সেই স্থানে আসিয়া সতীকে দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন। তিনি উৎসাহের স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "এ কি দেখিতেছি, সাক্ষাৎ শক্তিরূপিণী এই মেয়ে নাকি সতী! মরি, বিনা ভূষণে, বল্কল-বসনে, জবাকুসুম ও রুদ্রাক্ষে শ্রীমূর্ত্তির কি শোভা হইয়াছে! যোগিনীর মত কুণ্ডল মা তোমাকে বড় সাজিয়াছে, মা তোমার পদের অলক্তকরাগ ধরিত্রী শিরোধার্য্য করিয়া লইতেছে, বিভূতিতে কপোল বড় সাজিয়াছে। মা, কুবের তোমার ভাণ্ডারী, তথাপি তুমি সামান্য জবাফুল পরিয়া আসিয়াছ—তুমি এই ধনরত্নগর্ব্বিতা সুন্দরীগণের পার্শ্ব হইতে আমার নিকট এস।" আনন্দে প্রসূতির মুখ প্রসন্ন হইয়া উঠিল। তিনি সতীর প্রতি মন্তব্য শুনিয়া অধীরা হইয়া পড়িতেছিলেন। সতীকে অনসূয়ার সঙ্গিনী

করিয়া দিয়া মনে মনে শান্তিলাভ করিলেন। রোহিণী বলিল, "দেখ্‌লি, অনসূয়া মাসীর কথা, উহারা ঐ এক রকমের। স্বয়ং ভগবান দত্তাত্রেয় নাম ধারণ করিয়া উহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এই গর্ব্বে উহার পা মাটিতে পড়িতে পায় না। উনি কর্দ্দমঋষির কন্যা, ভাঙ্গা কুঁড়েতে জন্ম, আধপেটা খাইয়া থাকেন, বাকল ভিন্ন একখানি খুঞাকাপড় কিনিবার কড়ি নাই, যা হোক, সতীর সঙ্গে মিশ্‌বে ভাল। বাবা কি সাধে ভাঙ্গড়ের যজ্ঞভাগ মানা করিয়া দিয়াছেন!" মুক্তবেণী দোলাইয়া আর্দ্রা রোহিণীর মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "দিদি ও কথা বোল না, শিবের যজ্ঞভাগ মানা, এ কথা যেন সতীর কানে না উঠে ; মা যে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছেন, তাহা কি মনে নাই ?" রোহিণী বলিল, "সতী এখানে নাই, তাহার কানে এ কথা উঠাবে কে ?"

অম্রমুকুলের গন্ধে বাপীতীর ভরপুর। দক্ষভবনের পরে এক বিশাল শ্যামপট বিস্তারিত রহিয়াছে। দ্বিপ্রহরে সৌরকিরণে সুদূর পল্লীনিচয়ের তরুরাজি সমুজ্জ্বল। মনে হইল যেন হরিৎ শস্যে বসুন্ধরার শাড়ীর জমি প্রস্তুত হইয়াছে এবং সেই উজ্জ্বল, সুদূরে অবস্থিত বৃক্ষ পংক্তি সেই শাড়ীর পাড়। সতী সেই স্থানে অনসূয়ার সঙ্গে দাঁড়াইয়া মুক্তির আনন্দ অনুভব করিলেন। দক্ষালয় হইতে যে কৈলাসপুরীর গগনালম্বী চূড়া তিনি প্রত্যক্ষ করেন নাই, সেই মুক্তস্থানে দাঁড়াইয়া তাহা দৃষ্টি গোচর হইল। অনসূয়ার পুত্র দত্তাত্রেয়কে দেখিয়া সতী হস্ত বাড়াইয়া তাহাকে ধরিলেন। শিশু অষ্টমবর্ষীয়। সে একটি পূজার ফুলের ন্যায় পবিত্র। সতী বলিলেন, "এই শিশুর মুখে ভগবানের রূপ আঁকা রহিয়াছে, দেবমানুষ-সমাজে এমন অপূর্ব্ব শিশু আমি দেখি নাই।" অত্রিপত্নী বলিলেন, "তুমি কি জান না যে, ভগবান্ আমার উদরে অবস্থান

করিতে সম্মত হইয়া এই শিশুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন? দত্তের পিতা একশত বৎসর একপদে দণ্ডায়মান হইয়া ভগবানের তপস্যা করিয়াছিলেন, তিনি এই একশত বৎসর শুধু বায়ু সেবন করিয়াছিলেন। তাঁহারই প্রার্থনায় ভগবান আমাদিগকে কৃপা করিয়াছেন।" এই বলিয়া অনসূয়া একখানি প্রস্তরের উপর উপবেশন করিলেন। দত্তাত্রেয় তাঁহার অঞ্চল ধরিয়া জানুর সম্মুখে বসিয়া রহিলেন। সেই দ্বি-প্রহরের সৌর-কিরণ মন্দীভূত তেজে শিশুর কুঞ্চিত জটাকলাপ স্পর্শ করিতে লাগিল। সতী তাহার রূপ দেখিয়া বিমল আনন্দলাভ করিলেন। অনসূয়া বলিলেন, "এই বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা বলাবলি করিতেছিলেন—শিবালয়ে তুমি বড় কষ্টে থাক।" সতী উত্তর করিলেন, "আপনার কি মনে হয়? কৈলাসপুরীর সুখের কথা কি বলিব! সেখানে জগতের সমস্ত সাধ যোগিবরকে দর্শনমাত্র পূর্ণ হইয়া যায়। কত দিন নিম্ব বৃক্ষমূলে দাঁড়াইয়া আমি তাঁহার ধ্যানস্থ মূর্ত্তি দেখিয়াছি। আমি ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলিয়া গিয়াছি। স্ত্রীজাতির ঈপ্সিত বসন, ভূষণ, আড়ম্বর আমার নিকট তুচ্ছ বোধ হইয়াছে। তাঁহার শ্রীমুখের বাণীই আমার কর্ণের ভূষণ, তাঁহার পদসেবাই আমার হস্তের অলঙ্কার, তাঁহার মূর্ত্তি-চিন্তাই আমার হৃদয়ের হার হইয়াছে। বলিব কি, তাঁহাকে দেখামাত্র চিতাভস্ম পরম পবিত্র মনে করিয়াছি, সেই বিভূতিতে যে তত্ত্ব অঙ্কিত দেখিয়াছি, জগতের কোথাও তাহা নাই। এইজন্য বিভূতি লেপিয়া যোগিনী সাজিয়াছি। তাঁহার জন্য সিদ্ধি ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে হাতে কড়া পড়িয়াছে বলিয়া ছায়াদিদি আক্ষেপ করিলেন। এ নন্দীর কাজ হইলেও সবই আমার কাজ। তাঁহার সেবায় যে কষ্ট, তাহা যেন আমার জন্মে জন্মে পাইতে হয়, এই কড়াই আমার আয়ৎ-চিহ্ন।"

দেবী এই বলিয়া নীরব হইলেন। অনসূয়া দেবীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। একদিকে দত্তাত্রেয়, অপরদিকে সতী, দুইই তাঁহার মনে অপত্যস্নেহের উচ্ছাস জাগাইয়া তুলিল। ভাই-ভগিনীর মত দুইটিকে দেখা যাইতে লাগিল। শিবকে যাত্রাকালে প্রণাম করিয়া আসেন নাই, এত বড় ভুল তাঁহার কেন হইল এই চিন্তা সতীর মনে একটা কাঁটার মত বিঁধিতে লাগিল। চারিদিকে বিচিত্র বর্ণের রঙ্গিন ফুল ফুটিয়াছিল; শুভ্র বক-ফুলের অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি প্রসূন, কোমল-পত্রের মধ্যে পুষ্পতরুর বদ্ধাঞ্জলীর মধ্যে শিবোপহারের মত দেখাইতে লাগিল; অজস্র মালতী ফুল শিবের পায়ের অজস্র অর্ঘ্যের ন্যায় পবিত্র বোধ হইল; পশ্চিমাকাশের ডুবন্ত সূর্য্যের আলো-রঞ্জিত মেঘখণ্ড শিবপূজার একটা বৃহৎ তাম্রকুণ্ডের মত দেখাইতে লাগিল। পলক-হীন চক্ষে সতী এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের দিকে চহিয়া কহিলেন, "আজ সমস্ত জগত তাহার শোভাসৌন্দর্য্য লইয়া, দেবাদিদেব তোমারই পূজা করিতেছে! আমিই এই পূজারীদল হইতে বাদ পড়িয়াছি। বিচিত্র ফুলের উপকরণ লইয়া পূজারিণী প্রকৃতি তোমার উদ্দেশ্যে ভক্তিপ্রেম নিবেদন করিয়া দিতেছে। আজ আমি তোমার পদে একটি জবা-ফুলের অর্ঘ দিতে পারিলাম না, তোমার কর্ণে দুইটি ধুস্তুর পুষ্প পরাইতে পারিলাম না— বিল্বদল পাদ-পদ্মে ঠেকাইয়া প্রণাম করিতে পারিলাম না; আজ আমার দিন বৃথা, শুধু তাহাই নহে, আজ আমার জীবন নিন্দিত, আমি তোমার নিন্দা কানে শুনিয়াছি; হে দেব! কবে আমি তোমার শত শত বীণার ন্যায় মধুর ও মহান কণ্ঠস্বর শুনিয়া কান জুড়াইব!"

এই কল্পনার মধ্যে আত্মহারা সতী ডুবিয়া পড়িলেন। তখন অনসূয়ার কণ্ঠ-স্বরে তাঁহার চিন্তার সূত্র ছিন্ন হইল; অনসূয়া

বলিতেছিলেন, "এই সকল সাংসারিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ-বিলাসে নিমজ্জিত মেয়েরা শিবের গৌরব কি করিয়া বুঝিবে? সমুদ্র মন্থনের সময় কত বহুমূল্য রত্ন উত্থিত হইয়াছিল—সমস্ত দেবতারা তাহা লুটিয়া লইলেন। কৌস্তুভ-মণি লক্ষ্মী বিষ্ণুর ভাগে পড়িল, পারিজাত-তরু, উচ্চৈঃশ্রবা ও ঐরাবত ইন্দ্র গ্রহণ করিলেন; অপরাপর দেবতারা অমৃতের ভাগ পাইয়া অমর হইলেন। শিব একবারে নিশ্চেষ্ট ও উদাসীন, কিন্তু যখন দ্বিতীয়বারের মন্থনে ক্লিষ্টকর্ম্মা দেবাসুরের অত্যধিক শ্রম জনিত নিঃশ্বাসে বিষ-প্রবাহ উত্থিত হইয়া সমস্ত জগৎ ধ্বংস করিতে উদ্যত হইল, তখন হতাশ উপায়হীন ও আর্ত্ত দেবমণ্ডলী সৃষ্টি রক্ষার জন্য শিবের শরণ লইলেন। জগতের এই আসন্ন ধ্বংসকালে শিব সেই বিষতরঙ্গ গণ্ডূষ করিয়া গ্রাস করিয়া ফেলিলেন, মুহূর্ত্ত কাল তাঁহার ত্রিনেত্র স্পন্দিত হইল, মুহূর্ত্ত কাল তাঁহার কর্ণস্থিত অতি শুভ্র ধুস্তূর পুষ্পদ্বয় কথঞ্চিৎ ম্লান হইল, তার পর আবার যে ধ্যানের মূর্ত্তি, তাহাই,—শুভ্র রজত-গিরিনিভ প্রসন্নবদন শিব। কিন্তু এই মহাসহিষ্ণুতা ও ত্যাগের চিহ্ন-স্বরূপ নীলকণ্ঠের কণ্ঠ নীলিমারঞ্জিত হইয়া রহিল। দেবাদিদেব একদিন আমার স্বামী অত্রিকে বলিয়াছিলেন—'যাহা অন্যের উপেক্ষিত, তাহাই আমার প্রার্থিত; সুরঞ্জিত বহুমূল্য পট্টবস্ত্র দেবতারা পরিধান করেন, কিন্তু বাঘের ছাল কেহ ঘৃণায় গ্রহণ করেন না; আমি তাহাই কুড়াইয়া লইয়াছি। অপরাপরের জন্য অগুরু চন্দন ও কস্তুরী; কিন্তু এই চিতাভস্ম—যাহা জগতের শেষ পরিণতি—তাহা কে লইবে? আমি এই চিতাভস্ম আদর করিয়া অঙ্গে মাখাইয়া লইয়াছি। কৌস্তুভ এবং অপরাপর মণি-মুক্তা লইয়া দেবতারা কাড়াকাড়ি করেন, কিন্তু এই জটাজুটই আমার মাথার শোভা, ইহার মধ্যে গঙ্গার তরঙ্গ-ভঙ্গের মধুর রব আমার

মনে ব্রহ্মানন্দ জাগাইয়া দেয়। দেবতারা জগতের শ্রেষ্ঠ অশ্ব ও হস্তী আরোহণ করুন; এই বৃদ্ধ বৃষভ সকলের পরিত্যক্ত, ইহাই আমার যান-বাহন। এই আড়ম্বর, এই ঐশ্বর্য্য—এ সকলে আমার মন ভুলে না, আমি আত্মার পরম সম্পদ ব্রহ্মধ্যান ও ব্রহ্মানন্দ চাই, আর কিছুর প্রার্থী আমি নই।' বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু ধ্যান-মগ্ন হইল এবং তিনি সমাধি-সিন্ধুতে ডুবিয়া পড়িলেন; তখন তাঁহার মস্তক বেড়িয়া এক অপূর্ব্ব আলোচ্ছটা আসিতে লাগিল, এবং তিনি যে কোন নিগূঢ় তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া জগৎ ভুলিয়া গিয়াছেন, তাহার আভাস দিতে লাগিল! এই আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধি অপরের বোধগম্য নহে। সুতরাং যদি শিবকে কেহ ভুল বুঝে, তবে দুঃখিত হইবে না। একদা বিষ্ণু বলিয়াছিলেন, 'আমি সকল দেবতার পূজ্য, কিন্তু আমি শিবের পূজক। দেবতারা অমর কিন্তু তাঁহারাও মানুষের মত ঐশ্বর্য্য ও প্রতিষ্ঠার উপাসক। শিব নিস্পৃহ, নির্ধন, পাশমুক্ত, বন্ধনহীন। আমি কুবেরকে তাঁহার ভাণ্ডারী করিয়া দিয়াছিলাম, স্বর্ণময় কৈলাসপুরী তাঁহার নিবাস স্থির করিয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি শ্মশান-বাসী, যুগে যুগে একদিনও কুবেরের খোঁজ লন নাই।'

এই সময়ে প্রসূতি আসিয়া বলিলেন, "সতি! একবার কিছু খাইয়া যাও।" অনসূয়া সতীর হাত ধরিয়া ভোজনস্থানে উপস্থিত হইলেন। দক্ষের অপরাপর কন্যাগণ ভোজনে বসিয়াছেন, সতীকে সকলে আদর করিয়া তাঁহাদের মধ্যে বসাইলেন। কৃত্তিকা যত্নের সহিত সতীর কেশপাশ গুছাইতে গুছাইতে বলিলেন, "ভগিনি, তুমি কি বিরক্ত হইয়াছ? তা' আর শিবপুরীর প্রসঙ্গে প্রয়োজন নাই। সকলেরই কিছু আঢ্য ঘরে বিবাহ হয় না; যাহার যা, তাহাই ভাল। মা তোমাকে

আমাদের সকলের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্ত্র ও ভূষণে অলঙ্কৃত করিয়া স্বামিগৃহে পাঠাইবেন, তা' যেরূপ ঘর, সে সব রাখিতে পারিলে হয়! তিনি প্রতি বৎসরের উপযোগী ভূষণ ও বস্ত্র তোমাকে পাঠাইয়া দিবেন, তাহা হইলে তোমার আর কোন দুঃখের কারণ থাকিবে না।"

দেবী কোন উত্তর করিলেন না। এমন সময় চিত্রা সংজ্ঞাকে বলিলেন, "দিদি, শচীর সঙ্গে নাকি তোমার বড় ভাব? শচীর হারে যে পদ্মরাগ-মণিখানি, তাহা দেবরাজ কোথায় পাইয়াছিলেন, তাহা কি শুনিয়াছ? উহা ঠিক একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায়, বিশ্বকর্ম্মা জহুরী তাহার পলগুলি কাটিয়া দিয়াছেন, এমন মণি অমরাবতীতে নাই।" সংজ্ঞা বলিলেন, "ঐ মণি সুন্দ-উপসুন্দরের ঘরে ছিল, ইন্দ্র তাঁহাদের কোষাগারে প্রাপ্ত হন। উহা একবার মন্দাকিনীতে পড়িয়া গিয়াছিল, শুনিয়াছি নাকি মন্দাকিনীর যে স্থানে উহা নিপতিত হইয়াছিল, সেই স্থান হইতে অপূর্ব্ব প্রভা বিকীর্ণ করিয়া জলের উপর ঠিক একটি উজ্জ্বল আলোর ফুলের মত দেখাইতেছিল, সুতরাং তাহা উদ্ধার করিতে কোনই অসুবিধা হয় নাই।" চিত্রা বলিল, "সংজ্ঞা-দিদি! তোমার শাড়ীখানা ভাই বড় চমৎকার, অয়স্কান্তমণির গুঁড়ার দ্বারা ইহা রাঙ্গান হইয়াছে, তোমায় উহা বেশ মানাইয়াছে।" ইহার মধ্যে রোহিণী বলিলেন, "ভাই, এখানে কি বেশী দিন থাকা চলে? মা আমায় একটি মাস থাকিতে বলিয়াছিলেন; ঊনকোটি তারা আমাদের বাড়ীতে আলো দেয়, এখানে যেন সব আঁধার আঁধার ঠেকৃছে, আর এখানে চলাফেরার বড় কষ্ট, সেখানকার বিস্তৃত ছায়াপথে বিমানে চড়িয়া যাই, আর এ পাড়াগাঁয়ের পথে কাঁকর কেবলই পায়ে বাজে।" রোহিণীর কথা শেষ না হইতে আর্দ্রা বলিয়া উঠিলেন, "আমাদের সোমরস এখানে পাওয়ার

বড় কষ্ট, দূত পাঠাইয়া আনিতে হয়; এখানে থাকা কি আমাদের সাজে? আর আমাদের কর্ত্তাটির যদিও আমরা সাতাশ ভার্য্যা, তথাপি সব ক'টির সঙ্গে সঙ্গে থাকা চাই, তিনি বলেন, 'ঠাট বজায় না রাখিলে মান-সম্ভ্রম থাকে না'।" ইহার মধ্যে স্বাহার এক পুত্র সতীর গা ঘেঁষিয়া বলিল, "সতি মাসি! শিব মেসো কি ক'রে বাঘছাল প'রে থাকেন? মা বলছিলেন, তোমার ভাল ভাল শাড়ী ও অলঙ্কার বেচে নাকি তিনি ভাঙ্গ খেয়েছেন!" সংজ্ঞা বলিল, "দুষ্ট ছেলে, মাসীমাকে কি এ কথা বলিতে হয়?" পুনর্ব্বসু বলিল, "তা বেচারি করবে কি, স্ত্রীলোকের কপালে যা', তা ঘুচাবে কে? সতি! তুমি মনে দুঃখ ভেব না।"

মুক্ত ব্যোমবিহারী পক্ষীকে সহসা পিঞ্জরাবদ্ধ করিলে তাহার যেরূপ শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম ঘটে, এই পার্থিব বৈভবের আলোচনা— তাঁহার প্রতি কটাক্ষ ও অযাচিত সহানুভূতি—এ সমস্তই সতীকে সেইরূপ তীব্রভাবে পীড়ন করিতে লাগিল। সতীর মনে হইল, দক্ষপুরী আর তাঁহার যোগ্য নাই, তাঁহার একমাত্র স্থান কৈলাস। দেবাদিদেবের আনন্দময় বদন তাঁহার কেবলই মনে পড়িতে লাগিল; সেই বদনের ধ্যান-প্রশান্তভাবে বিশ্বের হিত সঙ্কল্পিত, সেইভাবে তিনি মাতৃস্নেহ, ভগিনীর স্নিগ্ধতা, স্বামীর আদর, সমস্তই অঙ্কিত দেখিতে পাইলেন। কৈলাসপুরীর প্রতি তরুপল্লবে তিনি জন্মভূমি, নিবাসভূমি ও স্বর্গের গৌরব একাধারে অনুভব করিতে লাগিলেন। তিনি কি দেখিতে আসিয়াছিলেন, আর কি দেখিতে লাগিলেন! যতই তাঁহারা বেশভূষার সমালোচনা করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার বল্কল প্রিয়তর ও শ্রেষ্ঠতর বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার প্রাণ কৈলাসের জন্য অস্থির

হইয়া উঠিল। আজ শিবের চরণপদ্মে তিনি জবা ও বিল্বদল প্রদান করেন নাই, তাঁহার দিনটা বৃথা ও শূন্য বলিয়া বোধ হইল। আকাশ-পানে তাকাইয়া দেখেন, মুক্ত অম্বর যেন দিগম্বরের দিক্‌বাসের ন্যায় প্রসারিত, উৎসবের নানা বাদ্যরব অতিক্রম করিয়া তিনি পিনাকপাণির ডমরু-নিনাদ শুনিতে পাইলেন। তাঁহাদের কৃপা তাঁহার অসহ্য হইল, তিনি অতি সামান্যরূপ আহার করিয়া প্রসূতির নিকট আসিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, "মা, আমি তোমাকে দেখিবার জন্য আসিয়াছিলাম, একবার পিতাকে ডাকাইয়া আন, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কৈলাসপুরীতে চলিয়া যাই। আমার মন বড় ব্যাকুল হইয়াছে।"

প্রসূতি বলিলেন, "সে কি! যজ্ঞ দেখিতে আসিলে, যজ্ঞ শেষ না হইতেই চলিয়া যাইবে? একি পাগলের কথা!"

সতী বলেলেন, "কেন বলিতে পারি না—যজ্ঞের ধূম আমাকে ব্যথিত করিতেছে, যজ্ঞের মন্ত্রের শব্দ অসিদ্ধ ও অপূর্ণ বলিয়া মনে হইতেছে। বেদী-পার্শ্বস্থ ব্রাহ্মণগণের কোলাহল অপবিত্র বোধ হইতেছে; আমি বলিতে পারি না, কেন এই যজ্ঞ আমার প্রীতি আকর্ষণ করিতেছে না। যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু ত এই যজ্ঞ অনুমোদন করিয়াছেন?"

প্রসূতি বুঝিলেন, শিবানীকে না বলিলেও, এ যজ্ঞ যে শিবহীন, তাহা সাধ্বী মনে মনে বুঝিতে পারিয়াছেন। প্রকাশ্যে বলিলেন, "সিংহটা চলিতে বড় দোলে, তাহার পৃষ্ঠে এতটা পথ আসিয়া তোমার মাথাটা ঘুরিতেছে, এজন্য কিছু ভাল লাগিতেছে না, তুমি খাইতে পার নাই, দুই এক দিন আরামে থাকিলে সুস্থ হইবে। যজ্ঞেশ্বর অনুমোদন না করিলে কি কোন যজ্ঞের আরম্ভ হইতে পারে?" দক্ষ কোমল-হৃদয়া সতীকে পাছে কোন প্রকার অপমানসূচক কথা বলেন, এজন্য

তিনি তনয়ার আগমনসংবাদ তখনও নিজে স্বামীকে বলিয়া পাঠান নাই।

এদিকে অন্তঃপুর-দ্বারে নন্দী দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া রহিয়াছিল। যজ্ঞের সমস্ত সম্ভারের যে দিকেই সে দৃষ্টিপাত করিয়াছে, তাহাতেই সে ক্রুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। যজ্ঞের ধূমে তাহার শ্বাসরোধ হইতেছিল। বেদী-সন্নিহিত হোমাগ্নি তাহার নিকট চিতাগ্নির মত বোধ হইতেছিল; কেন তাহার হৃদয় বিচলিত হইতেছিল, সে নিজেই বুঝিতে পারে নাই। যজ্ঞভাগ যে শিবকে নিবেদিত হইবে না, এ কথা সে জানিত না, কিন্তু সমস্ত দক্ষপুরীর বায়ুস্তর তাহার শরীরে জ্বলন্ত অগ্নিশিখার ন্যায় প্রদাহ উপস্থিত করিতেছিল; ভাবী কোন অমঙ্গল আশঙ্কায় তাহার বিশাল বক্ষ ক্ষণে ক্ষণে কম্পিত হইতেছিল।

৮

দক্ষ যজ্ঞশালায় বসিয়া আছেন, সতী বিনা নিমন্ত্রণেই আসিয়াছেন, এ সংবাদ তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছে। একবার ভাবিতেছেন—সতী আমার বড় আদরের কন্যা; আমার শয়নপ্রকোষ্ঠে দিনরাত্রি আমার পরিচ্ছদাদি যত্নপূর্ব্বক রাখিত, কতদিন বাহু দিয়া আমার কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়া আমার প্রাণ স্নিগ্ধ করিত; আমাকে অপর কন্যারা ভয় করিয়াছে, তাহাদের আমার নিকট যাহা কিছু প্রার্থনা থাকিত, সতীর মুখে তাহারা তাহা আমাকে জানাইত। সতীকে কখনও কোন বহুমূল্য অলঙ্কার, এমন কি সামান্য একটি বনফুল দিলেও, সে তাহার

ভগিনীদিগের সকলকে তদ্রূপ এক একটি না দিলে নিজে লইত না; আমার নিকট হইতে কত ছন্দে তাহা আদায় করিয়া তবে ছাড়িত। সতী চলিয়া যাইবার পরে আমি দিনরাত্রি স্বপ্নের ন্যায় তাহার ছায়া আমার শয়নপ্রকোষ্ঠে, আম্রবাটিকায়, যজ্ঞশালে, পূজামণ্ডপে, খেলাঘরে দেখিতে পাইতাম; সতীর সেই মধুর হাসি, রত্নাঙ্গুজড়িত কর্ণাবলম্বী কেশদাম, পদের অলক্তক-প্রভা ও নূপুর-শিঞ্জন আমার সর্ব্বদা মনে পড়িত। আহারের পর যে আমার ভুক্তাবশেষ খাইয়া তৃপ্ত হইত, নিদ্রায় যে শিয়রে বসিয়া আমায় ব্যজন করিত, কোথায়ও যাইতে হইলে পাদুকাদ্বয় ও উষ্ণীষ লইয়া আমার পার্শ্বে ভৃত্যের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিত, যাওয়ার কালে দিদিদের জন্য এবং আমার জন্য এই জিনিষ

১৩

আনিবে বলিয়া কানে কানে কত কহিয়া দিত, ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবার জন্য, কাঙ্গালীর জন্য, কত সামগ্রী চাহিয়া লইত, প্রাতে সদ্যঃস্নাত হইয়া মূর্ত্তিমতী উষার ন্যায় দেবপূজার জন্য ফুল কুড়াইত, ঐ পথ দিয়া নিত্য নিত্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করিত, সেই সতীকে ঐ পথ দিয়াই কৈলাসপুরীতে বিদায় করিয়া দিয়াছি। এই উৎসবে আজ ত্রিজগৎ নিমন্ত্রিত, যে আসিলে আমার গৃহ আনন্দময় হইবে, সেই আনন্দময়ীকে বাদ দিয়াছি—তথাপি আসিয়াছে। একবার বক্ষের ধনকে বক্ষে লইতে পারিলে যেন হৃদয়ের সকল জ্বালা জুড়াইত; আজ এই উৎসবের দিনে কেন জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছি।

কিন্তু সহসা শিবের সেই নিশ্চেষ্ট প্রশান্ত উপেক্ষা ও নন্দীর ভ্রূকুটি-কুটিলানন মনে পড়িল, চিন্তাস্রোত ভিন্ন দিকে প্রবাহিত হইল—"আমি প্রজাপতিগণের অধীশ্বর, সর্ব্বভূতের কর্ত্তা ও অধিনায়ক, আমাকে

ধুস্তুরসেবী ভাঙ্গড় অপমান করিয়াছে—সতীকে সেই ভূতপ্রেতসেব্য বিরূপাক্ষের হস্তে দিয়াছি! আমি সতীকে আর দেখিতে চাহি না। সতী পিতৃগৃহে তাহার পিতার বৈভব দেখিয়া যাক্ এবং সে যে উপেক্ষিতা, তাহার স্বামী যে নগণ্য, এ কথা ভাল করিয়া বুঝিয়া যাক।"

এই সময় পূষা ঋষি বলিলেন, "সেই শিবদূত নন্দীটার মতো কালো একটা বীভৎস আকৃতি দেখা যাইতেছে, অন্তঃপুরের দ্বারের পার্শ্বে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।"

দক্ষের ক্রোধাগ্নিতে এইবার আহুতি পড়িল। "কি ভাঙ্গড় বেটা সেই দুরাত্মা অনুচরকে সতীর সঙ্গে পাঠাইতে সাহসী হইয়াছে? আজ সতীকে আমি উচিত শিক্ষা দিব।"

ভগদেবের দিকে বক্র-দৃষ্টিপাত করিয়া দক্ষ বলিলেন, "সতীকন্যা এসেছে; এত বড় উৎসবটা, ভাঙ্গড় আর না পাঠাইয়া কি করে। যা হোক দুষ্টের শিক্ষা দেওয়া উচিত; আমি সতীকে যজ্ঞস্থলে আনিয়া এইখানে সেই মর্কটাক্ষ যোগীর ইতিহাস কীর্ত্তন করিব, সভাস্থলে এই সকল কথা হইলে তাহার অপমানের চূড়ান্ত হইবে।"

ভৃগু ও পূষার উৎসাহে স্পর্দ্ধিত দক্ষ সতীকে অন্তঃপুর হইতে সেই যজ্ঞশালায় ডাকাইয়া আনিলেন। প্রসূতি বাতাহত কদলীপত্রের ন্যায় অন্তঃপুরে কম্পিত দেহে রহিলেন, আজ কি ঘটিবে ভাবিয়া তাঁহার মুখখানি বিশুষ্ক হইয়া গেল।

ধূসর তমিস্রাবৃত গোধূলির ন্যায় বল্কলবসনা, অক্ষবলয়া সতী সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া, নতচক্ষে দক্ষ এবং অপরাপর পূজনীয়বর্গকে প্রণাম করিলেন। তাঁহার পাদপদ্মের প্রভায় হোমাগ্নি জ্যোতিষ্মান্

হইল, তাঁহার নিশ্বাসে যজ্ঞকর্ম্ম নির্ম্মলতর হইল, তাঁহার জটাবদ্ধ রক্তবর্ণ জবা শিবের ক্রোধের ন্যায় যেন ধ্বক্‌ধ্বক্‌ করিয়া জলিয়া উঠিল। এই অপূর্ব্ববেশী কন্যাকে দেখিয়া মদগর্ব্বিত দক্ষ ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "সতি! তোর কপালে যা ছিল তাহা ঘটেছে, এখন তুই মনে কর যেন তুই বিধবা, সধবা হইয়াও ত বিধবার বেশেই আছিস, মনে করিতে বিশেষ কষ্ট-কল্পনা করিতে হইবে না। তুই কি প্রজাপতিগণের অধীশ্বর, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার প্রিয়তম মানসপুত্র দক্ষের কন্যা, না সেই ধুস্তুরসিদ্ধিসেবী, কুম্ভাপ্রিয় ভাঙ্গড়ের স্ত্রী? তুই এই বেশে এখানে আসিতে লজ্জা বোধ করিলি না! ভৃগুর যজ্ঞসভায় সমস্ত দেবমণ্ডলীর সমক্ষে আমি তাহাকে প্রহার করিতে বাকী রাখিয়াছিলাম, সেই অপমানসত্ত্বেও তোকে আবার পাঠাইল কোন্‌ মুখে? ভূতপ্রেতের সঙ্গী, চিতাভস্মপ্রিয় জন্তুর হস্তে তোকে দিয়াছি, শুধু পিতৃইচ্ছায়। এখন তুই মরিলে আমার এ লজ্জা দূর হয়। তুই নাকি বড় পতিব্রতা! তবে কি জানিস্‌ না যে, দুরাত্মা বৃষারূঢ় শিবকে আমি দেব-সমাজ হইতে নিষ্কাষিত করিয়া দিয়াছি; যজ্ঞভাগে তাহার কোন অধিকার নাই; তথাপি তুই কেন এসেছিস্‌? এই কি তোর পতিভক্তি? সে সাপুড়ে, পার্ব্বত্যরাজ্যের অসভ্য, জাতি-কুলের বিচারহীন, বর্ণাশ্রম মানে না; তাহার লঘুগুরুভেদ নাই। আমি তোকে আমার আলয়ে স্থান দিতে পারি, যদি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া কৈলাসে আর কখনও যাইতে পারিবি না বলিয়া অঙ্গীকার করিস্‌।"

ভৃগু এই নিন্দাবাদে পরম প্রীতিলাভ করিয়া শ্মশ্রু দোলাইতে লাগিলেন, এবং মহাহর্ষে পূষা ঋষির সমস্ত দন্তপংক্তি কেতকীকুসুমের ন্যায় বিকশিত হইয়া পড়িল। অপর অপর ঋষিরাও দক্ষের কথা অনুমোদন-পূর্ব্বক ক্রমাগত শিবের কাহিনী কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে

ধিক্কার দিতে লাগিলেন। দেবতাদের মধ্যেও অনেকে প্রকাশ্যভাবে কিছু বলিতে সাহসী না হইলেও দক্ষের প্রবল শক্তিতে আশ্বস্ত হইয়া নিশ্চিন্ত মনে দক্ষের নিন্দাবাদ শুনিতে কৌতূহল প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

দেবী আর শুনিতে পারিলেন না। শিবনিন্দা শুনিতে শুনিতে কর্ণের শক্তি চলিয়া গেল, সেই নিন্দা উচ্চারণকালে পিতৃমুখের ভ্রূকুটি দেখিতে দেখিতে তাঁহার দর্শনশক্তি তিরোহিত হইল। সেই শিবহীন যজ্ঞভূমিতে দাঁড়াইয়া পদদ্বয় নিশ্চল হইয়া গেল, হোমাগ্নির অশিব দ্যুতি-স্পর্শে প্রাণের স্পন্দন রুদ্ধ হইতে উদ্যত হইল। শিবনিন্দকের দেহ হইতে তিনি জাত হইয়াছেন, এই ঘৃণায় সেইস্থলে চিতার ন্যায় অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, সেই অগ্নি তাঁহার কটিবিলম্বিত বল্কলাগ্র লেহন করিয়া প্রজ্বলিত হইল। বাহ্যজ্ঞান রুদ্ধ করিয়া মহাদেবী যোগবলে দেহত্যাগে সংকল্পারূঢ় হইলেন। তাঁহার মহিমান্বিত মূর্ত্তি দ্বিগুণ প্রখর হইয়া উঠিল। পিতৃরক্ত যে ধমনীতে প্রবাহিত, সেই ধমনী যোগপ্রভাবে রুদ্ধ করিয়া মহাযোগিনীর বেশে তিনি নিশ্চল চিত্রপটের ন্যায় স্থির রহিলেন। নির্ব্বাণকালে দীপশিখার ন্যায় যোগিনীর অঙ্গরাগ অধিকতর সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে সান্ধ্যগগনের শোভার ন্যায় একটি মৃদু প্রভা সেইস্থানে বিকীর্ণ হইয়া ধূমময় জ্যোতিঃশিখায় পর্য্যবসিত হইয়া গেল—সেই জ্যোতিঃশিখা দক্ষপুরী ছাড়িয়া চলিয়া গেল। ক্ষণ পরে দেখা গেল, সতীর মৃতদেহ সেই স্থানেই পড়িয়া আছে। মহাদেব সেই চিহ্ন দেখিবেন এজন্য তাহা দগ্ধ হয় নাই।

নন্দিকেশ্বর সেই সভার পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছিল, সে সতীর সঙ্গে সঙ্গে

অন্তঃপুরের দ্বার ছাড়িয়া আসিয়াছিল ; যখন দেখিল সতী দেহত্যাগ করিলেন, তখন ভীষণ শূল লইয়া সে যজ্ঞশালাকে আক্রমণ করিল। কৃতান্তের ন্যায় তাহার মূর্ত্তি ভীষণ হইল, তাহার মস্তকের অসংস্কৃতজটা-কলাপ বর্ষাকালের মেঘের ন্যায় প্রধূমিত ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠিল, দেহ হইতে জ্বালা বিকীর্ণ হইতে লাগিল। যজ্ঞ নষ্ট হয় দেখিয়া হোতা ভৃগু অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলেন, তাহাতে ঋভু নামক এক খড়্গহস্ত দেবতা হোমানল হইতে উদ্ভূত হইল, সে নন্দীর শূল কাড়িয়া লইল ও যজ্ঞশালা হইতে তাহাকে তাড়াইয়া দিল।

৯

সতী বিদায় লইয়া যাওয়ার পরে শিব বিচলিত হইয়া পড়িলেন। প্রসন্ন শিবমুখে বিষাদের রেখা পড়িল। যাইবার সময় আগ্রহাতিশয়ে সতী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া যান নাই—এরূপ ভ্রম তাঁহার কেন হইল ? শিব মনে মনে তাঁহাকে আশিস্ করিতে লাগিলেন, আশীর্ব্বাণী আকাশের ঊর্দ্ধস্তরে ঠেকিয়া ফিরিয়া আসিল, শিব দেবীর অমঙ্গলাশঙ্কায় বিচলিত হইয়া উঠিলেন।

সতী যে স্থানে স্নান করিতেন, সেখানে অলকানন্দা ও মন্দা নাম্নী নদীদ্বয় গঙ্গাধারার সঙ্গে মিশিয়াছে। তাহার পার্শ্বে সৌগন্ধিক নামক বন, সেই বনে নানাবর্ণের স্থলপদ্ম ও পুন্নাগবৃক্ষ। শিব সেই স্থানে বিচরণ করিতে লাগিলেন, তাঁহার জটাবন্ধন খুলিল, কটিতে শার্দ্দূলচর্ম্ম এলাইয়া গেল, কর্ণের ধুস্তুর ফুল খসিয়া পড়িল। মন্দানদীতে গন্ধর্ব্ব-রমণীগণের স্নানকালে তাহাদের গাত্রভ্রষ্ট নবকুঙ্কুমে জল পীতবর্ণ

হয়, তিনি মনে করেন, সতীর পদ-শোভন অলক্তক প্রক্ষালিত করিয়া মন্দা রক্তবর্ণবিশিষ্টা হইয়াছে, অমনই জটা এলাইয়া নদীসলিলে তাহা সিক্ত করেন।

সতীর অঙ্গজ্যোতিঃ সৌরকিরণে অনুভব করিয়া তিনি অস্তচূড়াবলম্বী সূর্য্যের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকেন। সেই কিরণে জটা পিঙ্গল বর্ণ ধারণ করে। মহাদেব ভাবেন, দেবীর অঙ্গপ্রভায় তাঁহার মস্তক জ্যোতিষ্মান্ হইয়াছে।

কখনও কখনও দক্ষের আলয় লক্ষ্য করিয়া ত্রিনেত্র অশ্রুপূর্ণ হয়। ভোলানাথ সকল ভুলিয়াও সতীকে ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহার বিহ্বলাবস্থা দর্শনে কৈলাসের শোভা মন্দীভূত হইল; মল্লিকা সুবাস হারাইয়া বসিল; বিল্বদল তরুশাখায় বিশুষ্ক হইল; চম্পক, পাটল ও দেবীর প্রিয় কর্ণিকার পুষ্প স্ব স্ব বিচিত্র বর্ণচ্যুত হইল। সুরধুনী কুলকুল স্বরে বিষাদের গান গাইয়া কৈলাসপুরীকে মুখরিত করিয়া ছুটিতে লাগিল। কখনও বিল্বমূলে কখনও দেবদারু—দ্রুমনিম্নে শিব উন্মত্তের ন্যায় বসিয়া থাকিতেন। এক রাত্রি একদিন চক্ষের পলক পড়ে নাই—ভোলানাথের কেবলই ভুল হইতে লাগিল!

সহসা সঘন নিশ্বাসপাতে কৈলাসের শৃঙ্গ কম্পিত হইয়া উঠিল। কোন দারুণ মনোবেদনার স্বর কৈলাসের প্রস্তরে প্রস্তরে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল! এ কে আসিতেছে—যাহার অসংযত পাদবিক্ষেপে কৈলাসের পুষ্পোদ্যান বিধ্বস্ত হইয়া যাইতেছে? কাহার হস্ত-সঞ্চালনে করকাঘাতের ন্যায় বৃক্ষশাখা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে? এই অসংযত, সম্ভ্রমহীন, নির্ভীক ব্যক্তি কে যে, রুদ্রের আবাসে এরূপ অসতর্ক, এরূপ উদ্ধতবেশে উপস্থিত হইতে সাহসী? বিল্বমূলাসীন শিব

নির্নিমেষ দৃষ্টিতে ত্রিনেত্র স্থির করিয়া অভ্যাগতের পন্থার দিকে বদ্ধলক্ষ্য হইলেন।

এ কে? এই অসংযত জটাকলাপ, শূল-বিচ্যুত নন্দী আসিতেছে। মা' মা' রবে কাঁদিয়া সে দিঙ্‌মণ্ডল বিদীর্ণ করিয়া ফেলিতেছে। তাহারই উন্মত্ত, শোকার্ত্ত বিদ্রুতগতিতে কৈলাসগিরির প্রকম্পন হইতেছে; ছিন্ন শালবৃক্ষ কিংবা ভগ্ন ইন্দ্রধ্বজ, অথবা ব্যোমচ্যুত ধূমকেতুর ন্যায় হাহাকার করিয়া নন্দিকেশ্বর শিবের পাদমূলে পতিত হইল।

শিবের কিছুই বুঝিতে বাকি রহিল না। শান্ত সমুদ্রের ন্যায় শিব প্রলয়কালে বিশ্ব-বিনাশ করিয়া থাকেন। যখন দেবদারু-মূলে প্রফুল্ল কমলসদৃশ করদ্বয় অঙ্কে স্থাপন করিয়া ইনি ধ্যানস্থ থাকেন, তখন কে বুঝিতে পারে, প্রলয় কালে এই শিবের প্রশান্ত জটাজুট ব্যোমের সমস্ত দিকে উত্তপ্ত লৌহশলাকার ন্যায় বিকীর্ণ হইয়া পড়ে? তখন কে বুঝিতে পারে, ইঁহার করধৃত শূলাগ্রে দিগ্‌হস্তিগণ বিদ্ধ হইয়া উৎক্ষিপ্ত হয় এবং ইঁহার উচ্চ ও কঠোর হাস্যধ্বনিতে মেঘ সকল বিদীর্ণ হইয়া যায় এবং তাঁহার রৌদ্র-তাণ্ডবে নক্ষত্রগণ কক্ষচ্যুত হয়?

আজ সেই প্রলয়কালীন বিষাণ সহসা বাজাইয়া মহাদেব তাণ্ডব নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার জটা জ্বলন্ত হুতাশনের ন্যায় জ্বলিতে লাগিল, অট্টহাস্য করিয়া তিনি একগাছি জটা ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন।

সেই জটা-পতনে ভয়ঙ্কর বীরভদ্র বীর সমুত্থিত হইল, তাহার মস্তকের কৃষ্ণ মেঘোপম মুকুট গগনাবলম্বী হইয়া রহিল এবং হস্তের শূল কৃতান্তনাশক তীক্ষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়া হত্যাকার্য্যের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

১৩

সতীর মৃত্যুতে দক্ষের অন্তঃপুরীতে হাহাকার রব উত্থিত হইল। সতী যে এ ভাবে প্রাণত্যাগ করিবেন, দক্ষ এতটা মনে করেন নাই। সুতরাং সেই স্থানের সকলেই মনঃপীড়া প্রাপ্ত হইলেন। ভৃগু নিশ্চলভাবে যজ্ঞমন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। পূষা হোমানলে হব্য ঢালিতে লাগিলেন। দক্ষ মনকে প্রবোধ দিবার জন্য আত্মকর্ম্মের সমর্থন-যোগ্য যুক্তিগুলি মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন। এমন সময় সহসা ধূলিপটলে দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইল, বীরভদ্র সেইস্থানে এক বিশাল লৌহস্তম্ভের ন্যায় উপস্থিত হইয়া বেদীমূলে দাঁড়াইলেন। ভৃগু যে বক্ষবিলম্বিত শ্মশ্রুরাজি দোলাইয়া দক্ষের নিন্দা অনুমোদন করিয়াছিলেন, তাহা করদ্বারা মার্জ্জনা পূর্ব্বক ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া পুনরায় যজ্ঞানলে আহুতি দিতে যাইবেন, এমন সময় বীরভদ্র তাঁহার শ্মশ্রুরাজি দৃঢ়-মুষ্টিতে ধরিয়া সগ্রীব মুখমণ্ডলটি চক্রাকারে ঘুরাইতে লাগিলেন এবং ধূমরেখার ন্যায় ভ্রূরোমরাজি ও গঙ্গাযমুনার মিশ্রিততরঙ্গ-নিন্দিত শ্মশ্রুরাজি উৎপাটিত করিয়া হোমানলে অর্পণ করিলেন। ভর্গদেব যে চক্ষুদ্বয়ের ইঙ্গিত করিয়া দক্ষকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন, সেই চক্ষু দু'টি বিস্ফারিত করিয়া সভয়ে বীরভদ্রের কার্য্যকলাপ প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন, চক্ষু দু'টি বীরভদ্রের নখাগ্রে উৎপাটিত হইল। মহর্ষি পূষা যজ্ঞস্থলে বসিয়া স্রুক নামক যজ্ঞপাত্র হইতে অগ্নিতে হব্য নিক্ষেপ করিতেছিলেন। যে কোন বিষয় উপলক্ষেই তাঁহার দন্তপংক্তি বিকাশ পাইত—দক্ষের নিন্দায় পরম পরিতোষ পাইয়া সেই দ্বাত্রিংশ দন্তের সমস্তগুলিই যজ্ঞস্থলীর উপস্থিত ব্যক্তিগণের দর্শনীয় হইয়াছিল,

শিব-কিঙ্কর চণ্ডেশ বিনা বাক্যব্যয়ে সেই দন্তগুলি উৎপাটন করিয়া ফেলিলেন। ঋষিগণ কমণ্ডলু ও অজিনাসন করে ধারণ করিয়া পলায়নপর হইলেন। রুদ্রপার্ষদ মণিমান্ সূর্য্যদেবতা ও যমকে বাঁধিয়া ফেলিলেন; সহস্র চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র ঊর্দ্ধমুখে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। প্রতিহারী ও সশস্ত্র সৈনিকবর্গ কে কোথায় ছুটিয়া পলাইয়া গেল, তাহার ঠিকানা পাওয়া গেল না; সেই যজ্ঞশালা ভূতপ্রেতের তাণ্ডব-নৃত্যে শ্মশানের ন্যায় হইয়া গেল।

দাম্ভিক দক্ষ স্বীয় দেব-শক্তি নেত্রকনীনিকায় পুঞ্জীভূত করিয়া দৃষ্টি-দ্বারা যে অগ্নি প্রজ্বালিত করিলেন, তাহা সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া চণ্ডেশ দূরে সরিয়া গেল, কিন্তু বীরভদ্রের দেহে যে কালানলপ্রভ দ্যুতি ছিল, তাহার স্পর্শে দক্ষের নেত্রাগ্নি মন্দীভূত হইয়া লয় পাইল। বীরভদ্র দক্ষের গ্রীবাধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে পশুহননের হাড়িকাঠে বাঁধিয়া ফেলিলেন এবং ক্ষণপরে পশুহননের অস্ত্রদ্বারা তাঁহার মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন।

যজ্ঞ পণ্ড হইয়া গেল, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর নিকট এই সংবাদ পৌঁছিল, তাঁহারা শিবের নিকট উপস্থিত হইলেন।

১১

মহাবাত্যার পর প্রশান্ত প্রকৃতির ন্যায় শিব বিল্বমূলে বসিয়াছিলেন। তিনি সতীর চিন্তা পরিহারপূর্ব্বক ধ্যান-নিমগ্ন ছিলেন। সেই যোগানন্দ উদয়ের সঙ্গে তদীয় বিম্বাধরে পুনরায় প্রশান্ত উদাসীনের হাস্য-রেখা অঙ্কিত হইতেছিল।

ব্রহ্মার কমণ্ডলু ও বিষ্ণুর চক্র যুগপৎ তাঁহার পদস্পর্শ করাতে তদীয় ধ্যান ভঙ্গ হইল, তখন সতীর জন্য হৃদয়ে দারুণ জ্বালা অনুভব করিলেন। তিনি ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে দেখিয়া বলিলেন, "দক্ষের জন্য আপনারা আসিয়াছেন, আমি নন্দীর আর্ত্তনাদে মুহূর্ত্তকাল আত্মবিস্মৃত হইয়া ক্রুদ্ধ হইয়াছিলাম, তখন কি হইয়াছে জানি না। যদি দক্ষ বিনষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা জগতের ইষ্টের জন্য। দক্ষ আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া জগতের সমস্ত বৈভব-বিতৃষ্ণ মুমুক্ষু ব্যক্তিকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। যাঁহারা দৈহিক সুখের পক্ষপাতী নহেন, বিশ্ব-হিত যাঁহাদের মূলমন্ত্র, এমন সকল ঋষি যজ্ঞে উপস্থিত হন নাই। দক্ষ আমাকে ত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। যে বাহ্যদারিদ্র্য না হইলে চিত্তের শ্রীবৃদ্ধি হয় না, আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া সেই দারিদ্র্যের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিয়াছেন। আর স্ত্রীলোকের যে একনিষ্ঠ প্রেম-যোগ, সতীর মৃত্যুতে দক্ষের হস্তে তাহারই অবমাননা সূচিত হইতেছে। বিশ্বের মঙ্গল-দ্রোহী এরূপ দাম্ভিকের প্রভুত্ব ধরিত্রী সহ্য করিতে পারেন নাই।"

দেবগণ বলিলেন, "হে মঙ্গল-আলয়! জগতের ইষ্টের বিঘ্ন না হইলে রুদ্রের রৌদ্র ভাব বিকাশ পায় না, বিশ্বের প্রয়োজনেই স্বয়ম্ভুর

রুদ্রত্ব উপস্থিত হইয়া থাকে। এখন ভগবন্! একবার স্বচক্ষে যজ্ঞশালা দেখিয়া আসুন, কাঞ্চনপ্রতিমা সতী যজ্ঞকুণ্ডের পার্শ্বে পড়িয়া আছেন, একবার সেই চিত্রখানি দেখুন।"

মহাদেব সতীর নাম শুনিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, কৈলাসের সমস্ত তরুর ফুল সেই নিশ্বাসে শুকাইয়া গেল।

সতীর অবস্থা দেখিবার জন্য ভোলানাথ বিষ্ণু ও ব্রহ্মার সঙ্গে সেই যজ্ঞশালায় উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, যজ্ঞস্থলী রণস্থলীর ন্যায় বীভৎস-দর্শন হইয়াছে। দক্ষের মুণ্ড ও শরীর পৃথক্ হইয়াছে, ঋষিগণ দারুণ প্রহারে রক্তাক্তদেহে মূর্চ্ছিত হইয়া আছেন—হোমানলে রক্ত পুড়িয়া দুর্গন্ধ হইয়াছে, অন্তঃপুরে হাহাকার উঠিয়াছে। নন্দী চীৎকার করিয়া মা' মা' বলিয়া কাঁদিতেছে ও বীরভদ্র, চণ্ডেশ প্রভৃতি শিব-সহচরগণ যজ্ঞধ্বংস করিয়া রোষকষায়িত নেত্রে বসিয়া আছে। আর দেখিলেন, বেদী হইতে একটু দূরে সতীর দেহ ভূতলে পড়িয়া আছে। বিদায়কালে যে জবাটি তাঁহার কেশপাশে লগ্ন ছিল, তাহা ঠিক সেইরূপই আছে। বল্কলবাস ত্রস্ত হইয়া জানুর উপর আকুঞ্চিত হইয়া আছে। দেহের বিভূতির সঙ্গে যজ্ঞের ভস্ম মিশিয়া গিয়াছে, রুদ্রাক্ষের হার ছিঁড়িয়া গিয়াছে, একটি রুদ্রাক্ষ কণ্ঠের নিকট গড়াইয়া পড়িয়াছে—আর সতী শিবের সৌগন্ধিক বনে কর্ণিকার ও স্থলপদ্মের সন্ধানে যাইবেন না! শিব ত্রিনেত্র বিস্তারিত করিয়া সাধ্বীর সেই মূর্ত্তি অবলোকন করিলেন।

তাঁহার কোন ক্রোধ হইল না, যজ্ঞাগারে নিহত ব্যক্তিগণ তাঁহার বরে বাঁচিয়া উঠিল। দাম্ভিক দক্ষের শিক্ষার জন্য তাঁহার ছাগমুণ্ড হইল! সেই স্থানে যজ্ঞেশ্বর হরি স্বয়ং সেই যজ্ঞের পূর্ণাহুতি প্রদান

করিলেন ; দক্ষ যজ্ঞের সমস্ত অবশিষ্ট ভাগ শিবকে প্রদান করিয়া তাঁহাকে স্তুতি করিলে আশুতোষ প্রসন্ন হইলেন।

১২

সেই প্রিয়দেহ অনাবৃত যজ্ঞশালায় পড়িয়াছিল, তৎপার্শ্বে নন্দিকেশ্বর আত্মহারা হইয়া কাঁদিতেছিল ; দেবাদিদেব সেই দেহ অঙ্কে তুলিয়া লইলেন ! সেই মৃতদেহের ভুজলতা তাঁহার কণ্ঠে লগ্ন হইল। শিব জগত ভুলিয়া সেই আনন্দে সতীকে লইয়া পর্ব্বতকন্দরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

সেই মৃতদেহ তাঁহার স্কন্ধে স্থাপিত হওয়াতে রৌদ্রে শুষ্ক হইল না, বাত্যাবৃষ্টিতে বিচলিত বা গলিত হইল না। একটি অম্লান কুসুমের মাল্যের ন্যায় তাহা স্কন্ধাবলম্বী হইয়া রহিল। সতীর বিধুমুখের উপর শিব-ললাটের অর্দ্ধেন্দুর জ্যোতিঃ পড়িতে লাগিল, সেই জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত হইয়া তাঁহার কেশ-বন্ধনীতে লগ্ন জবাকুসুমটি দীপ্ত মরকতের ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল। দেবীর বল্কলবাস শিবের ব্যাঘ্র-চর্ম্মকে আদরে স্পর্শ করিল ; শিবের বিভূতি সতীর কোমল অঙ্গে যেন সস্নেহে স্বামিস্পর্শ আঁকিয়া দিল। একি মহিমান্বিত ছবি ! চন্দ্রচূড় যেন হিমবানের ন্যায়—উন্নত দেহশ্রী, গঙ্গাধারা-নিক্কণে জটাকলাপ-নিনাদিত, তদূর্দ্ধে অর্দ্ধশশী, তাঁহার বরাঙ্গ অবলম্বন করিয়া অতসীকুসুমবর্ণা, বল্কল-বসনা দেবী নিদ্রিতার ন্যায়।

মহাদেব সেই স্পর্শসুখে উন্মত্ত হইলেন। তিনি কখনও মনে করেন, বধূবেশী সতী দক্ষগৃহ হইতে কৈলাসে তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া

দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহার কেশকলাপ সুগন্ধি তৈলনিষেকে উজ্জ্বলকান্তি, বেণীবদ্ধ স্বর্ণঝাঁপা পৃষ্ঠে দুলিতেছে, সিঁথীতে সিঁথীপাটী এবং বাহুতে কঙ্কণরাজিত, রক্তপট্টবাস মস্তকের উপর স্বর্ণবিন্দুসহ ঝলমল করিতেছে; চন্দনদীপ্তমূর্ত্তি সতী তাঁহার বামভাগে দাঁড়াইয়াছেন। কখনও ভাবেন, সতী কৈলাসে আসিয়া অঙ্গদ কঙ্কণ ত্যাগ করিতেছেন, যোগিনী সাজিবার জন্য রক্তপট্টবাস ত্যাগপূর্ব্বক বল্কল পরিতেছেন, সিঁথিপাটী ফেলিয়া দিয়া জবাফুল পরিতেছেন, স্বর্ণ-কুণ্ডল ফেলিয়া কর্ণিকার পুষ্পের কুণ্ডল গড়িয়া পরিতেছেন এবং সরসী-তীরে দাঁড়াইয়া আপনার যোগিনীর মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত দেখিয়া বিধুমুখে ঈষৎ হাস্য করিতেছেন। কখনও ভাবেন, যেন দেবী নন্দীর হস্ত হইতে সিদ্ধি ঘোটনদণ্ড নিজে গ্রহণ করিয়া সিদ্ধি ঘুটিতেছেন, কখনও বা সৌগন্ধিক বনের ফুল আনিয়া তাঁহার পদে অর্পণপূর্ব্বক মৃদুহাস্য করিতেছেন, কখনও তাঁহাকে অন্নব্যঞ্জনাদি পরিবেশন করিতে ক্ষীণাঙ্গে শ্রমজনিত স্বেদবিন্দু গড়াইয়া পড়িতেছে,—বিধুমুখে অপূর্ব্ব স্ফূর্ত্তি বিকশিত হইতেছে ও এক হস্তে বায়ু চালিত অবগুণ্ঠন টানিয়া দিতেছেন। কখনও দেখেন, সতী যেন স্নিগ্ধস্পর্শে তাঁহার পদসেবা করিতেছেন, সেই সুখ-স্পর্শে যোগানন্দ টুটিয়া যাইতেছে; কখনও বিল্বমূলে বসিয়া তিনি তাঁহাকে জয়ন্ত ও শবরের কাহিনী শুনাইতেছেন, সতী একাগ্র হইয়া শুনিতেছেন। কখনও দেখেন, কাষ্ঠের বোঝা হস্তে করিয়া নন্দী দাঁড়াইয়া আছে, সতী রন্ধনশালায় তাহা হইতে শুষ্ক কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতেছেন; কখনও বা বিজয়া তাঁহার আগুল্‌ফলম্বী মুক্ত-কেশপাশ আঁচড়াইয়া দিতেছেন। কখনও রন্ধন-স্থালীর কালী পদে লগ্ন হইয়াছে, অলকানন্দার তীরে বসিয়া তিনি বল্কলের খুঁট দিয়া তাহা মার্জ্জনা করিতেছেন; কখনও

উদ্‌গ্রীব হইয়া শিবের থলিয়াতে ধুস্তুর ফল আছে কি না তাহাই পরীক্ষা করিতেছেন, কখনও মৃদু মনোরম বাক্যে শিবের কর্ণে অমৃত-নিষেক করিয়া পার্ব্বত্যোৎসবে মিলিত হইবার জন্য নন্দীর নিমিত্ত এক দিনের বিদায় প্রার্থনা করিতেছেন।

শিব নৃত্য করিতে করিতে চলিয়া যাইতেছেন, পাহাড় নদী সরিয়া যাইয়া তাঁহার পথ করিয়া দিতেছে। শিব সতীর স্পর্শে বিরহব্যথা ভুলিয়া গিয়াছেন, অপূর্ব্ব মিলনানন্দে মাতোয়ারা হইয়া পড়িতেছেন। শিব দেখিলেন, সতীর স্পর্শ তাঁহার বাহু-বল, সতীর প্রেম তাঁহার যোগবল, সতীর সৌন্দর্য্য তাঁহার ত্রিনেত্রের বিলাস—আকাশের মেঘ-মালায় সতীর কেশপাশ মুক্ত, সমুদ্রের তরঙ্গ-ভঙ্গে সতীর বল্কলবসনের ভঙ্গী, পর্ব্বতের গাত্রে সতী বল্লরীরূপে, পুষ্পরূপে নয়নাভিরাম।

এই জগৎ তিনি আপনার ও সতীর প্রকাশ বলিয়া বুঝিলেন ; তিনি নিশ্চেষ্ট, অচল—সতী ক্রীড়াশীল, গতিময়ী ও তাঁহাকে কার্য্যের প্রেরণা দিতেছেন। তাঁহার রূপ নাই, গুণ নাই, তিনি অক্ষয়, অদ্বিতীয়। সতী রূপবতী, গুণবতী, তাঁহাকে নিরন্তর মুগ্ধ রাখিতে শক্তিশালিনী। সতীই তাঁহার সুখ—সতীই তাঁহার দুঃখ। সতীকে বাদ দিলে ত্রিজগতের সঙ্গে তিনি সম্বন্ধরহিত হইয়া পড়েন, অপর দুই চক্ষু দৃষ্টিহারা হইয়া পড়ে,—কেবল ললাটের নেত্র কোন ঊর্দ্ধ রাজ্যে লক্ষ্যবদ্ধ হইয়া নিশ্চল হইয়া যায়। ত্রিজগৎ তাহার কোন সন্ধান বলিতে পারে না।

এই আনন্দে বিহ্বল, প্রিয়তমাস্পর্শ-সুখে উন্মত্ত শিব নৃত্য করিয়া চলিতেছেন। যুগ যুগ চলিয়া গেল এই নৃত্য—এই পর্য্যটনের বিরাম নাই। যোগী ভোগী হইয়া পড়িলেন, শিব মায়াযুক্ত হইলেন। জগৎ আবার অকল্যাণ গণনা করিল।

তখন বিষ্ণু সূক্ষ্মরূপে অধিষ্ঠান করিয়া চক্র দ্বারা সতীর দেহ খণ্ড বিখণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিলেন।

যেখানে ভারতীয় উপসাগর গুর্জ্জর-দেশের শৈল-কঠিন তটদেশে তরঙ্গাভিঘাত করিতেছে, সেই করাচির উত্তরস্থিত হিঙ্গুলায় সতীর ব্রহ্মরন্ধ্র পতিত হইল।

পঞ্চনদের তীরে আম্বালার সন্নিহিত চিত্রিত মেঘমালার ন্যায় পর্ব্বত-শ্রেণীর উপান্তে জ্বালামুখীতে বিষ্ণুচক্রকর্ত্তিত হইয়া সতীর জিহ্বা পতিত হইল।

বঙ্গদেশের দক্ষিণ প্রান্তস্থিত, বঙ্গোপসাগর-চুম্বিত তালখর্জ্জুর-নিষেবিত বাকলাপরগণান্তর্গত শিকারপুর সন্নিহিত সুগন্ধায় দেবীর নাসিকা পতিত হইল।

বীরভুম জেলার অন্তর্গত আমোদপুরের সন্নিহিত লাভ-পুরে দেবীর ওষ্ঠ,—সীতাবিরহ-খিন্ন রামচন্দ্রের পদচারণপুণ্য জন-স্থানে দেবীর চিবুক, ভূস্বর্গ কাশ্মীরে দেবীর কণ্ঠ, কালীঘাটে অঙ্গুলী, বারাণসীতে কুণ্ডল, এই প্রকার ৫১ ভাগে বিভক্ত দেবীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিভিন্ন স্থানে পতিত হইল। সমস্ত ভারতবর্ষের সেই পুণ্য দেহাবশেষ বিক্ষিপ্ত হইয়া তত্তৎস্থান-সমূহকে পীঠস্থানে পরিণত করিল। সেই পুণ্যে ভারতবর্ষে পাতিব্রত্য ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা পাইল। এদেশে যে রমণী স্বামী-প্রেমে প্রাণত্যাগ করেন, তিনি অদ্যাপি সতীর নামে পরিচিত হইয়া থাকেন। ভারতবর্ষের শত শত অজ্ঞাত পল্লীতে যজ্ঞাগ্নির ন্যায় পবিত্র চিতাগ্নিতে যুগে যুগে মহিলাগণ স্বামীপ্রেমে আত্মোৎসর্গ করিয়া 'সতী' নামে পূজা পাইয়াছেন।

এখনও স্বামী-নিন্দাসহনাক্ষম সাধ্বীর নিশ্বাস এদেশের অন্তঃপুরকে

পবিত্র করিতেছে; প্রিয়তমার শব স্কন্ধে ধারণ করিয়া ভোলানাথ যে উন্মত্ত অবস্থায় ভূপর্য্যটন করিয়াছিলেন, সহধর্ম্মিণীর প্রতি এই প্রগাঢ় অনুরাগের আদর্শ এদেশের চিত্রকরগণ আঁকিয়া ও কবিগণ বর্ণনা করিয়া ধন্য হইয়া থাকেন।

সহসা মহাদেব বুঝিলেন, তাঁহার স্কন্ধে আর সেই স্পর্শ নাই। চমৎকৃত হইয়া দাঁড়াইয়া কণ্ঠে ও স্কন্ধে হস্ত-প্রদানপূর্ব্বক দেখিলেন—তাহা শূন্য। অকস্মাৎ তাঁহার ফুল্লারবিন্দতুল্য যুগ্ম নেত্র নিমীলিত হইল এবং ললাটনেত্র তীক্ষ্ণ বর্চ্চিঃ বিস্তার করিয়া হুতাশনের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল—কামনার শেষ সেই নেত্রের দৃষ্টিতে পুড়িয়া গেল। তিনি সূক্ষ্মতত্ত্বে আরূঢ় হইয়া যোগানন্দে নিমগ্ন হইলেন। ত্রিজগতের সঙ্গে তখন আর তাঁহার কোন সম্বন্ধ রহিল না। আবার কত যুগ যুগান্তর পরে সেই সমাধি ভঙ্গ হইবে—দেবতারা সম্ভ্রমের সহিত তাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।